POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড
2
গ্রাহক চাঁদা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা
40

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার ৫ই অক্টোবর, 2017 5 ইখা, 1396 হিজরী শামসী 14 মহরম 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

বারাহীনে আহমদীয়ায় আমার সম্পর্কে খোদা তা'লার এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, হত্যা ইত্যাদির ষড়যন্ত্র হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিব। বস্তুতঃ আজ পর্যন্ত অনেক হামলা সত্বেও খোদা তা'লা দুশমনদের অনিষ্ট হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

৫২ নং নিদর্শন এই যে, পণ্ডিত দয়ানন্দ আর্যদের জন্য গুরুস্বরূপ ছিল। যখন তাহার দুষ্টামি সীমা অতিক্রম করিল তখন আমাকে দেখানো হইল যে, এখন তাহার জীবনের পরিসমাপ্তি হইবে। বস্তুতঃ ঐ সালেই সে মারা গেল। সেই ঘটনা ঘটার পূর্বেই আমি কাদিয়নের অধিবাসী শরম্পত নামক এক ব্যক্তিকে ইহা জানাইয়া দিয়াছিলাম। সে এখনো জীবিত আছে।

৫৩ নং নিদর্শন এই যে, বিশ্বম্বর দাস নামে এই শরম্পতের এক ভাই এর ফৌজদারী মোকাদ্দমায় সম্ভবতঃ দেড় বৎসরের জন্য জেল হইয়াছিল। তখন শরম্পত অস্থির হইয়া আমার নিকট দোয়ার আবেদন করিল। বস্তুতঃ, আমি তাহার জন্য দোয়া করিলাম। ইহার পর আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি এ অফিসে গেলাম যেখানে কয়েদীদের নামে রেজিস্টার ছিল। ঐ রেজিস্টারে সকল কয়েদীর কয়েদের মেয়াদকাল লেখা ছিল। অতঃপর আমি ঐ রেজিস্টার খুলিলাম যাহার মধ্যে বিশ্বম্বর দাসের কয়েদ সম্পর্কে লেখা ছিল যে, তাহার এত বৎসরের কয়েদ। আমি নিজের হাতে তাহার কয়েদের মেয়াদকালের অর্ধেক কাটিয়া দিলাম। যখন তাহার কয়েদের ব্যাপারে চীফ কোর্টে আপীল করা হইল তখন আমাকে দেখানো হইল যে, মোকাদ্দমার পরিণাম এই হইবে যে, মোকাদ্দমার নথিপত্র জেলায় ফিরিয়া আসিবে এবং বিশ্বম্বর দাসের কয়েদের মেয়াদকাল অর্ধেক হ্রাস করা হইবে। কিন্তু সে মুক্তি লাভ করিবে না। আমি এই সকল কথা তাহার ভাই লালা শরম্পতকে মোকাদ্দমার ফলাফল প্রকাশের পূর্বেই জানাইয়া দিয়াছিলাম। ফলাফল তাহাই হইল যাহা আমি বলিয়াছিলাম।

৫৯ নং নিদর্শনঃ এই যে, হুশিয়ারপুরের অধিবাসী শেখ মেহের আলী সম্পর্কে ভবিষদ্বাণী। অর্থাৎ স্বপ্নে দেখিলাম তাহার ঘরে আগুন লাগিয়াছে এবং আমি উহা নিভাইয়া দিয়াছি। ইহা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, সে অবশেষে আমার দোয়ায় মুক্তি লাভ করিবে। চিঠি লিখিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আমি শেখ মেহের আলীকে অবহিত করিলাম। ইহার পর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাহার উপর জেলের বিপদ নামিয়া আসিল। জেল হওয়ার পর ভবিষ্যদ্বাণীর অপর অংশ অনুযায়ী সে মুক্তি লাভ করিল।

৬০ নং নিদর্শনঃ এই যে, পরবর্তীতে শেখ মেহের আলী সম্পর্কে আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, সে আরও একটি ভয়ঙ্কর বিপদে নিপতিত হইবে। বস্তুতঃ ইহার পর সে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। ইহার পরের অবস্থা জানা নাই।

৬১ নং নিদর্শনঃ আমার ভ্রাতা মরহুম মির্যা গোলাম কাদের-এর মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। ইহাতে আমার এক পুত্রের পক্ষ হইতে অন্যের দিক হইতে বক্তব্যস্বরূপ আমার নিকট ইলহাম হইল। (অর্থঃ হে চাচা! বেশ খেলিয়াছ নিজের খেলা, খেলিয়াছ তো বেশ। কিন্তু আফসোস! আমার বাড়াইয়া দিয়াছ অনেক-অনুবাদক) এই ভবিষ্যদ্বাণীও শরম্পত আর্যকে র্নিধারিত সময়ের পূর্বেই বলা হইয়াছিল। এই ইলহামের অর্থ এই ছিল যে, অসময়ে ও অকস্মাৎ আমার ভাইয়ের মৃত্যু হইবে, যাহা বেদনার কারণ হইবে। যখন এই ইলহাম হইল সেই দিন বা ইহার এক দিন পূর্বে উল্লেখিত শরম্পতের গৃহে একটি ছেলের জন্ম হইল। সে তাহার নাম আমীন চাঁদ রাখিল। সে আমার নিকট আসিয়া বলিল, আমার ঘরে ছেলের জন্ম হইয়াছে। তাহার নাম আমীন চাঁদ রাখিয়াছি। আমি বলিলাম, এখনই আমার নিকট ইলহাম হইয়াছে 'এ্যায়ে আমি বাযিয়ে খাওবিশ কারদি ও মেরা আফসোস বাস ইয়ার দাদি' এখন পর্যন্ত এই ইলহামের অর্থ আমার নিকট প্রকাশিত হয় নাই। আমি ভয় করিতেছি এই ইলহামের লক্ষ্যস্থল তোমার ছেলে আমীন চাঁদই নয় তো? কেননা, তুমি আমার নিকট অনেক যাতায়াত কর। ইলহামে কখনো এইরূপ ঘটে যে, কোন সম্পর্কধারী ব্যক্তির ব্যাপারে ইলহাম হইয়া থাকে। সে এই কথা শুনিয়া ভয় পাইয়া গেল এবং সে ঘরে গিয়াই নিজের ছেলের নাম বদলাইয়া ফেলিল, অর্থাৎ আমীন চাঁদের পরিবর্তে গোকুল চাঁদ রাখিল। সেই ছেলে এখনো জীবিত আছে। আজকাল সে কোন একটি জেলায় ভূমি আবন্ট অধিদপ্তরে পেশকার হিসাবে নিয়োজিত আছে। ইহার পর আমার নিকট প্রকাশ করা হইল যে, এই ইলহাম আমার ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। বস্তুতঃ আমার ভ্রাতা দুই তিন দিন পর অকস্মাৎ মারা গেল। তাহার মৃত্যুতে আমার ঐ ছেলে বেদনাহত হইল। এই চক্করে পড়িয়া উল্লেখিত কঠোরবিদ্বেষকারী আর্য শরমপত এই ব্যাপারে সাক্ষী হইয়া গেল। যদি বল ঐ সময়েই কেন খোদার ইলহামের অর্থ প্রকাশিত হইল

এরপর বারোর পাতায়.....

১২৩ তম জলসা সালানা কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কাদিয়ানের ১২৩ তম জলসা সালানার জন্য মঞ্জুরী প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল- ২৯, ৩০ এবং ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১৭ (যথাক্রমে শুক্র, শনি, ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ দোয়ার সাথে এই আশিসময় জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে আশিসমণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। জলসার সার্বিক সফলতা এবং পুণ্যাত্মাদের জন্য এটিকে সত্য পথের দিশারী করে তোলার জন্য দোয়ারত থাকুন।

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

মৌলানা আতাউল মুজীব রাশেদ (শেষ পর্ব)

কোন মানুষের জীবনে এমন পর্যায় আসা কি সম্ভব যখন তাকে বলা হবে যে, তোমার আর আর্থিক কুরবানি করার প্রয়োজন নেই? বাহ্যতঃ এমনটিই মনে হয় যে তা সম্ভব নয়। কেননা জামাতের চাহিদা এবং পরিকল্পনা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কিন্তু একটি সত্য ঘটনা হল এই যে, জামাতের ইতিহাসে এমন এক ব্যক্তি অতীত হয়েছেন যাঁর অনন্য সাধারণ ও অমূল্য কুরবানী দেখার পর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁকে বলেন, এখন তাঁর আর আর্থিক কুরবানী করার প্রয়োজন নেই। এই বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন, হযরত ডাক্তার খলীফা রশীদুদ্দীন সাহেব (রা.) যাঁর সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেছেন: তাঁর আর্থিক কুরবানী এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল হযরত সাহেব তাঁকে এই মর্মে লিখিত শংসাপত্র প্রদান করেন যে, আপনার আর কুরবানী করার প্রয়োজন নেই। হযরত সাহেবের সেই যুগের কথা আমার স্মরণে আছে যখন তাঁর উপর গুরদাসপুরে মোকাদ্দমা চলছিল এবং এর জন্য ভীষণ অর্থ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। হযরত সাহেব বন্ধুদেরকে আহ্বান জানান যে, যেহেতু লঙ্গর খানা দুটি জায়গায় চালু রয়েছে, একটি কাদিয়ানে অপরটি গুরদাসপুরে এছাড়াও মোকাদ্দমার পেছনেও খরচ হচ্ছে। অতএব বন্ধুরা অনুদান দেওয়ার প্রতি মনোযোগ দিন। হযরত সাহেবের আহ্বান যেদিন ডাক্তার সাহেবের কর্ণগোচর হয়, সেদিনই এক বিচিত্র সমাপতন ঘটে আর তিনি প্রায় সাড়ে চার শ টাকা বেতন হাতে পান। তিনি বেতনের পুরো টাকা ততক্ষণাৎ হুযুর (আ)-এর নামে পাঠিয়ে দেন। এক বন্ধু প্রশ্ন করেন, সংসার খরচের জন্য কিছু টাকা কাছে রাখলেন না কেন। তিনি উত্তর দিলেন, খোদার নবী বলছেন, ধর্মের জন্য অর্থের প্রয়োজন তবে আর কার জন্য আমি এই অর্থ রেখে দিতে পারি? মোটকথা ডাক্তার সাহেব ধর্মের সেবার ক্ষেত্রে এত বেশি উন্নতি সাধন করেছিলেন যে, হযরত সাহেব তাঁকে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন এবং তাঁকে বলতে হল যে, ডাক্তার সাহেবের কুরবানীর আর প্রয়োজন নেই।"

(দৈনিক আল-ফযল, ১১ জানুয়ারী, ১৯২৭)

পুরুষদের আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে উল্লেখ করা হচ্ছে। বস্তুতঃ জামাতের মহিলারাও এই আর্থিক জিহাদে পুরুষদের পায়ে পা মিলিয়ে এগিয়ে গেছে, বরং অনেক ক্ষেত্রে তো তারা পুরুষদেরকেও ছাপিয়ে যায়। মসজিদ নির্মাণের সময় পুরুষরা যেভাবে নিজেদের পকেট উজাড় করে দেয়, বেতনভর্তি ব্যাগ চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেয়, অনুরূপভাবে মহিলারাও নিজেদের অলঙ্কারাদি উদারহস্তে চাঁদা হিসেবে দান করে দেয়, যেন সেই সব মূল্যবান অলঙ্কারগুলির তাদেরকে কাছে কোন মূল্য নেই। বিয়ের অলঙ্কারাদির বাক্স ভর্তি করে যুগ খলীফার চরণে নিবেদন করে দেন!

আমি এর প্রত্যক্ষদর্শী। বায়তুল ফুতুহ মসজিদ নির্মাণের জন্য মাঞ্চেস্টারে চাঁদার জন্য আহ্বান করা হলে এক যুবক এগিয়ে আসে। তার হাতে একটি বন্ধ খাম ছিল। সে সেই খামটি উপস্থাপন করে বলে কিছুক্ষণ পূর্বেই আমি গত মাসের বেতন পেয়েছি। আমি এই খামটি এখনও খুলেও দেখি নি। মসজিদের বিষয়ে চাঁদার আহ্বান শুনে আমি এটি উপস্থাপন করছি।

এই বৈঠকেই আরও একজন যুবক ছিল যাকে ভোলানো সম্ভব নয়। যে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার এক অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে দেখাল। আবেদন শুনেই সে মঞ্চে এসে একটি বন্ধ খাম হাতে দিয়ে বলল, কয়েক দিন পরেই আমার বিয়ে। ওলীমার জন্য আমি ৫০০ পাউন্ড সঞ্চয় করে রেখেছি। খোদার ঘর নির্মাণের আহ্বান শুনে আমি মনে এই চিন্তার উদয় হল যে, ওলীমার ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'লা কোন না কোন ভাবে অব্যশই করে দিবেন। ধর্ম সেবার এই সুযোগ কোন মতেই হাতছাড়া করো না। আমার পক্ষ থেকে এই পুরো অর্থ মসজিদের জন্য গ্রহণ করে বাধিত করুন।

এই মজলিসেরই আরেকটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করব। মসজিদ নির্মাণের আহ্বানের সময় আমি যখন তালিকার উপর এক দৃষ্টি দিই, তখন দেখি যে, সব থেকে বেশি চাঁদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এক মহিলা। আমি বক্তৃতায় তাঁর উল্লেখ করেছি এবং পুরুষদের আত্মাভিমানকে জাগানোর চেষ্টা করেছি। এক বন্ধু সেই মহিলার দশ হাজার পাউন্ডের মোকাবেলায় পনেরো হাজার পাউন্ড চাঁদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কয়েক মূহুর্ত পরে সেই মহিলাই একটি চিরকুটে লিখে পাঠান যে, আমার প্রতিশ্রুতি বাড়িয়ে কুড়ি হাজার করে দিন। আমি যখন এই ঘোষণা করলাম সেই পুরুষ সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রতিশ্রুতি বাড়িয়ে একুশ হাজার করে দিলেন। পরস্পরকে ছাপিয়ে যাওয়ার এই মোমিনসুলভ বাসনা সত্যিই দর্শনীয় ছিল। প্রত্যেকেই যেন পরের মূহুর্তে কি ঘটতে চলেছে তার অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল। তখনই সেই মহিলার পক্ষ থেকে আরও একটি চিরকুট আসে, যার বিষয় বস্তু পুরুষদেরকে নিরুত্তর করে দিল। তাতে লেখা ছিল এখন বার বার এভাবে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি বাড়ানোর সময় নয়। আমার পক্ষ থেকে লিখে নেওয়া হোক যে, মসজিদ নির্মাণের জন্য পুরো জামাতের মধ্যে সব থেকে বেশি যে ওয়াদা লেখাবে, আমার ওয়াদা তার থেকে এক হাজার পাউন্ড বেশি থাকবে। এটি পুণ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতার কেমন ঈর্ষণীয় দৃষ্টান্ত তা ভেবে দেখুন!

মুন্‌শী ইমাম দীন সাহেবের স্ত্রী করীমা বিবি সাহেবার নমুনা দেখুন! আর্থিক অসচ্ছলতা সত্বেও তিনি সব সময় আর্থিক কুরবানীর সুযোগ খুঁজতেন। তাঁর অসাধারণ কুরবানীর নমুনা এই ঘটনাটি থেকে প্রতীত হয়। তিনি ওসীয়তের সমস্ত আবশ্যিক পরিশোধ যোগ্য চাঁদা মিটিয়ে দেওয়ার পর সম্পত্তির অংশ (হিস্‌সা জায়েদাদ)-এর সমস্ত অর্থ শোধ করে দেন। কিন্তু দপ্তরের ভুলের কারণে সমস্ত অর্থ অন্য খাতে চলে যায়। দীর্ঘদিন পর সেই ভুল ধরা পড়ে। কাগজের ভুল নথিগুলি অনায়াসে সংশোধন করা যেত, কিন্তু সেই নিষ্ঠাবান মহিলা এমনটি পছন্দ করেন নি যে, তিনি প্রদত্ত অর্থ অন্য কোন খাত থেকে বের করে সঠিক খাতে নথিভুক্ত করবেন। তিনি একবার দিয়ে দেওয়া হিস্‌সা জায়েদাদের প্রায় পুরো অংশ পুনরায় দিয়ে দেন।

(আসহাহে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬২)

আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে জামাতের পুরুষ ও মহিলাদেরকে আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অসাধারণ নমুনা প্রদর্শনের তৌফিক দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে নিষ্ঠা এবং পুণ্য অনুসারে কুরবানী করার তৌফিক দিয়েছেন। অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্য থেকে একটি অনন্য ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

এটি কাদিয়ানের প্রারম্ভিক যুগের ঘটনা। দ্বিতীয় খিলাফতের যুগের এক দরিদ্র মহিলার কুরবানীর ঘটনা আমার মা বার বার শোনাতেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একটি মজলিসে কুরবানীর জন্য আহ্বান করছিলেন। এই হতদরিদ্র মহিলাটি অস্থির হয়ে উঠছিল যে, ধনবানরা কুরবানী করে চলেছে, আর আমি তা থেকে বঞ্চিত থেকে যাই। সে অস্থির হয়ে উঠে বাড়ি চলে যায়। বাড়ির আসবাব-পত্র বিক্রি করে ইতিপূর্বেই চাঁদা দিয়েছিল। আঙিনায় একটি মুরগী পেয়ে সেটিকে ধরে নিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়। এরপর পুনরায় উঠে গিয়ে বাড়ি থেকে কয়েকটি ডিম নিয়ে আসে। কুরবানী করার তাড়না এতই প্রবল ছিল যে, সস্তিতে বসে থাকাও তার জন্য কষ্টকর হয়ে উঠছিল। এদিকে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ভাষণ অব্যাহত রেখে চলেছিলেন। সে পুনরায় বাড়ি গিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল, যদি কিছু পাওয়া যায় তবে তা চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিব। তার স্বামী একটি ভাঙা খাটের উপর বসে ছিল। সে বলল, আর কি খুঁজছ, সবই তো দিয়ে এসেছ। বাড়িতে আর তো কিছু নেই। সে খোদার পথে সমস্ত কিছুই উৎসর্গ করে দেওয়ার কসম খেয়েছিল। সে রুষ্ট স্বরে উত্তর দিল:

চুপ করে বসে থাক। আমার ক্ষমতা থাকলে তোমাকেও বিক্রি করে চাঁদা দিয়ে দিতাম। "

(আহমদীয়াত পৃথিবীকে কি দিয়েছে? পৃষ্ঠা: ৪৯)

ইসলাম আহমদীয়াতের এই পাগলপারা কুরবানী এবং তাদের আত্মোৎসর্গের প্রেরণা আমাদের জন্য আলোক বর্তিকা হয়ে থাকবে। এক একটি উদাহরণ আমাদেরকে এই পথে চলারই হাতছানি দিচ্ছে। এই ঘটনাবলী কেবল পাঠ করে আনন্দিত হওয়ার জন্য নয়, বরং এই নমুনাগুলি আমাদেরকে নিজেদের জীবনেও এগুলি বাস্তবায়িত করতে উদ্বুদ্ধ করে। যারা এই পথ ধরে চলেছেন তারা তো নিজেদের গন্তব্য পেয়ে গেছেন। এখন আমাদের কর্তব্য হল, আমরাও যেন এই আর্থিক কুরবানীর পথে পূর্ণ বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের মাধ্যমে অগ্রসর হতে থাকি।

আমাদের একথা সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, এই পৃথিবী ক্ষণকালের মাত্র। আমাদের প্রত্যেকেই একদিন এই অস্থায়ী জগত ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু চিন্তার বিষয় হল আমরা পরকালের সফরের জন্য কতটুকু পাথেয় সঞ্চয় করেছি? যদি কেউ মনে করে যে, সে তার ধন-সম্পদ, অট্টালিকা, বিষয়-আশয়- সমস্ত কিছু সঙ্গে নিয়ে যাবে, তবে তার থেকে বড় নিবোর্ধ কি আর কেউ আছে? প্রত্যেকে এই পৃথিবীতে শূন্যহাতে আসে আবার শূন্যহাতেই ফিরে যায়। সমস্ত জাগতিক সম্পদ, এমনকি স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন সব এই জগতেই থেকে যায়। মৃতের সঙ্গে যদি কিছু গিয়ে থাকে এবং উপকারে আসে তবে তা হল তার পুণ্য কর্ম।

পুণ্যকর্মের মধ্যে অন্যান্য পুণ্যের সঙ্গে আর্থিক কুরবানীর এক উচ্চ মর্যাদা আছে। যদি খোদা প্রদত্ত ধন-সম্পদ থেকে সানন্দে তাঁর পথে খরচ করা হয় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সম্পদ অর্জন করে নেওয়া হয়, তবে এই কুরবানীই সেই পাথেয় যা পরকালের জন্য মানুষ সঙ্গে নিয়ে যায় আর এটিই সেই প্রকৃত সম্পদ যা হাশরের ময়দানেও তাকে সাহায্য করবে।

এরপর বারোর পাতায়.....

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপাগুণে এম.টি.এ-এর মাধ্যমে আহমদীয়া-বিশ্বকে এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ ও পরস্পর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে রেখেছে যে যুগ-খলীফার সফর এবং জামা'তী সংবাদ ইত্যাদি শোনার জন্য আর জামা'তী পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয় না বরং যাবতীয় সংবাদ মূহুর্তেই পৌঁছে যায়। প্রতিটি অনুষ্ঠান মানুষ দেখে বরং জলসার কার্যক্রম ও পরিবেশ সম্পর্কে প্রোগ্রাম চলা কালেই শ্রোতাদের পক্ষ থেকে কোন কোন সময় তাৎক্ষণিক মন্তব্য আর ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে।

মানুষ খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর খোদার প্রশংসার গান গায় যে, খোদা আমাদেরকে এই নেয়ামত প্রদান করে কিভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তকে ঐক্যবদ্ধ করে একই সূত্রে গ্রোথিত করার বাহ্যিক দৃশ্যের কত সুন্দর উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। অতএব এজন্য যেখানে আমাদেরকে খোদার দরবারে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, সেখানে এম.টি.এ- এর কর্মী যাদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরাও রয়েছেন আর পূর্ণ সময়ের কর্মীরাও রয়েছেন, তাদের প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

জলসার অনুষ্ঠানমালায় যা এম.টি.এ. তে সম্প্রচার হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে মানুষ নিজেদের মন্তব্য পাঠিয়ে থাকেন। এসব অনুষ্ঠান থেকে তারা লাভবানও এবং হয় উপভোগও করে। কিন্তু জলসায় অংশগ্রহণকারী অ-আহমদী অতিথি এবং জলসায় সেবারত কর্মীদের অভিব্যক্তি, আবেগ ও অনুভূতি জলসার সময় প্রকাশ পায় না আর তা কোনভাবে জানাও সম্ভব নয়। এসব কর্মীবৃন্দ নিজেদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এক নীরব মুবাল্লেগের ভূমিকা পালন করেন। এঁদের ভূমিকার কথা এম.টি.এ.-এর পর্দাও প্রকাশ করে না আর যারা প্রোগ্রাম উপস্থাপন করেন তারাও এটি তুলে ধরতে সক্ষম নন।

অনুরূপভাবে জলসায় অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের আচার-ব্যহারের মাধ্যমে অতিথিদের উপর এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলেন যে কথা অতিথিরা পরে ব্যক্ত করে থাকেন। তাই জলসা সালানা সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের প্রতিক্রিয়া এবং অভিব্যক্তির দিকটা পরে উপস্থাপন করা আবশ্যক। আর এজন্য আমি উপস্থাপন করে থাকি যেন সমগ্র বিশ্বে বসবাসকারী আহমদীরাও জানতে পারে যে, জলসা অ-আহমদী বা অমুসলিমদের উপর কি অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং জলসায় অংশগ্রহণকারী কর্মীরাও যেন জানতে পারে যে, তাদের আচার-ব্যবহার কিভাবে নিঃশব্দে অ-আহমদী বা অমুসলিমদেরকে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করে চলেছে।

জলসা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অতিথিদের অংশগ্রহণের পর তাদের প্রতিক্রিয়া।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এই জলসা অনেকের বক্ষ উন্মোচিত করে, অনেকের সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত করে। ইসলামের প্রকৃত চিত্র তাদের সামনে ফুটে উঠে। আল্লাহ্ তা'লা জলসার কল্যাণ এবং আশিসকে সব সময় বৃদ্ধি করুন।

জলসা সালানা জার্মানীর প্রেস এবং মিডিয়ার কভারেজ সম্পর্কে উল্লেখ, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম দিয়ে কোটি কোটি মানুষের কাছে ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছেছে।

এই সফরে একটা মসজিদের উদ্বোধন করারও সুযোগ হয়েছে। অতিথিদের ওপর ভাল প্রভাবও পড়েছে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায়। তারা অকপটে এই কথা স্বীকার করেছে যে, জার্মানিতে ইসলামের বিস্তার ঘটা উচিত। এই অনুষ্ঠানেরও ভালো কভারেজ দেওয়া হয়েছে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২রা সেপ্টেম্বর, ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (২ রা তাবুক, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন–আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপাগুণে এম.টি.এ-এর মাধ্যমে আহমদীয়া-বিশ্বকে এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ ও পরস্পর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে রেখেছে যে যুগ-খলীফার সফর এবং জামা'তী সংবাদ ইত্যাদি শোনার জন্য আর জামা'তী পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয় না বরং যাবতীয় সংবাদ মূহুর্তেই পৌঁছে যায়। প্রতিটি অনুষ্ঠান মানুষ দেখে বরং জলসার কার্যক্রম ও পরিবেশ সম্পর্কে প্রোগ্রাম চলা কালেই শ্রোতাদের পক্ষ থেকে কোন কোন সময় তাৎক্ষণিক মন্তব্য আর ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে।

যাইহোক, আপনারা যেভাবে জানেন যে, সম্প্রতি জার্মানির জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে সম্পর্কেও মানুষ আমাকে লিখেছে। বিভিন্ন জায়গার বা বিভিন্ন দেশের অনুষ্ঠান সম্পর্কেও মানুষ লিখতে থাকে। বিশেষ করে আমি যেখানে উপস্থিত থাকি সেখানকার অনুষ্ঠানমালা সম্পর্কে মানুষ নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন আবেগ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। মানুষ খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর খোদার প্রশংসার গান গায় যে, খোদা আমাদেরকে এই নেয়ামত প্রদান করে কিভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তকে ঐক্যবদ্ধ করে একই সূত্রে গ্রোথিত করার বাহ্যিক দৃশ্যের কত সুন্দর উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। অতএব এজন্য যেখানে আমাদেরকে খোদার দরবারে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, সেখানে এম.টি.এ- এর কর্মী যাদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরাও রয়েছেন আর পূর্ণ সময়ের কর্মীরাও রয়েছেন, তাদের প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এঁরা ক্যামেরার পিছনে বসে কাজ করছেন বা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছেন অথবা অন্যান্য কাজে রত থাকেন। অনেক কর্মী এমন আছেন যারা প্রোগ্রাম রেকর্ড করা এবং পাঠানোর পিছনে কাজ করে থাকেন। আমি যখন সফরে গিয়ে থাকি তখন কিছু কর্মী এখান থেকেও আপ-লিংকের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম নিয়ে আমার সাথে যায়। এছাড়াও যে দেশে অনুষ্ঠান হয় সে দেশের স্বেচ্ছাসেবী এবং কর্মীরাও সাথে যোগ দেন। জার্মানিতেও এসব স্বেচ্ছাকর্মী এবং স্থায়ী কর্মচারীর দল রয়েছে যারা মানুষের পছন্দের বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে পুরস্কৃত করুন। আর একথা মানুষ চিঠি-পত্রে লিখেন থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লা এম.টি.এ.-এর কর্মীদের প্রতি

কৃপা করুন। মানুষ তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানায়। অনুরূপভাবে বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত কর্মীরাও রয়েছেন যারা জলসায় স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ করে থাকেন। অতিথিদের সেবায় দিনরাত নিয়োজিত থাকেন। বড় দেশগুলিতে এরাও এখন হাজার হাজার সংখ্যায় রয়েছেন। যাদের মাঝে পুরুষও রয়েছেন, যুবক, যুবতী, ছোটছোট বালক ও বালিকারাও রয়েছে। তারা সবাই এমন একটি প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে কাজ করেন, যা কেবল এ যুগে আহমদীয়া জামা'তেই দেখা যায়। আমরা কয়েক সপ্তাহ পূর্বে এখানে যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় এই একই দৃশ্য দেখেছি আর এখন জার্মানির জলসাতেও দেখেছি। অতএব, যে কথা আমি সব সময় বলে থাকি যে, সকল অংশগ্রহণকারীদের এসব স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, যারা এক গভীর প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে থাকেন। আর কর্মীদের এসব কাজ অ-আহমদী অতিথি বা অমুসলিমদের জন্য নীরব তবলীগের ভূমিকা পালন করে থাকে।

জলসার অনুষ্ঠানমালায় যা এম.টি.এ. তে সম্প্রচার হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে মানুষ নিজেদের মন্তব্য পাঠিয়ে থাকেন। এসব অনুষ্ঠান থেকে তারা লাভবানও এবং হয় উপভোগও করে। কিন্তু জলসায় অংশগ্রহণকারী অ-আহমদী অতিথি এবং জলসায় সেবারত কর্মীদের অভিব্যক্তি, আবেগ ও অনুভূতি জলসার সময় প্রকাশ পায় না আর তা কোনভাবে জানাও সম্ভব নয়। এসব কর্মীবৃন্দ নিজেদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এক নীরব মুবাল্লেগের ভূমিকা পালন করেন। এঁদের ভূমিকার কথা এম.টি.এ.-এর পর্দাও প্রকাশ করে না আর যারা প্রোগ্রাম উপস্থাপন করেন তারাও এটি তুলে ধরতে সক্ষম নন।

অনুরূপভাবে জলসায় অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের আচার-ব্যহারের মাধ্যমে অতিথিদের উপর এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলেন যে কথা অতিথিরা পরে ব্যক্ত করে থাকেন। তাই জলসা সালানা সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের প্রতিক্রিয়া এবং অভিব্যক্তির দিকটা পরে উপস্থাপন করা আবশ্যক। আর এজন্য আমি উপস্থাপন করে থাকি যেন সমগ্র বিশ্বে বসবাসকারী আহমদীরাও জানতে পারে যে, জলসা অ-আহমদী বা অমুসলিমদের উপর কি অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং জলসায় অংশগ্রহণকারী কর্মীরাও যেন জানতে পারে যে, তাদের আচার-ব্যবহার কিভাবে নিঃশব্দে অ-আহমদী বা অমুসলিমদেরকে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করে! এখন আমি এই প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অতিথিদের অভিব্যক্তি আপনাদের সামনে তুলে ধরব যেন জলসার কল্যাণরাজির এই দিকটা আমাদের সামনে আসে এবং খোদার দরবারে সমধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ লাভ হয় আর নিজেদের উন্নতির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়।

রেডক্রস সংগঠনে কর্মরত খালেদ মেওয়াজ নামে এক আরব বন্ধু এ বছর জলসা সালানা জার্মানিতে যোগদান করেন। তিনি নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, যখন আমার অমুসলিম বন্ধুদের ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তি করতে শুনতাম তখন মুসলমানদের পারস্পারিক ঘৃণা এবং ঝগড়া-বিবাদের কারণে ইসলামের প্রতিরক্ষা করতে পারতাম না। আজকের এ জলসার আপনাদের জামা'তের সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগত শান্তি, সম্প্রীতি ও ভালোবাসা এবং পারস্পরিক ঐক্য এবং জামা'তের সদস্যদের মধ্যে খলীফার প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য দেখে আমার মাথা গর্বে উঁচু হয়ে গেছে। কেননা, আমি এমন এক জামা'ত সচক্ষে দেখেছি, যে জামা'তের সদস্যরা শান্তিপূর্ণ এবং যাদের সমাবেশ সুশৃঙ্খল ও সুব্যবস্থিত। তিনি বলেন, এখন আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে অমুসলিম বন্ধুদের সামনে আপনাদের উদাহরণ উপস্থাপন করে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের আপত্তির খণ্ডণ করতে পারব।

আরেকজন জার্মানবন্ধু মাইকেল ফিশার সাহেব জলসায় যোগদান করেন এবং বলেন, জলসায় যোগদানের পূর্বে আমি পত্রপত্রিকায় পড়তাম যে, আহমদীরা শান্তিপ্রিয়। কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন জাগত যে, এখানে এসে আরো অনেকেই শান্তিপ্রিয় হওয়ার দাবি করে থাকে। এখানে এসে সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি যে, শান্তি প্রিয় হওয়ার দাবি এবং ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর সাথে সামঞ্জস্য কেবল এই জলসাতেই দেখা যেতে পারে যেখানে মানুষ ভালোবাসার পরিবেশে নিজেরাও সময় অতিবাহিত করছে এবং আগত লোকদেরকেও তারা স্বাগত জানাচ্ছে। এমন শান্তিপূর্ণ এত বড় জনসমাবেশ দেখে আশ্চর্য হতে হয়। নতুবা কোন স্থানে পাঁচশত ব্যক্তিও একত্রিত হলে ঝগড়া--বিবাদ হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি এ জলসায় অংশগ্রহণ করে আর শান্তি এবং পারস্পারিক ভালোবাসা দেখে আপনাদের শান্তিপ্রিয়তার দাবির সত্যায়ন করছি।

আরেকজন জার্মান মহিলা হলেন মারাসি উগালা সাহেবা। জামা'তের সাথে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। জলসা চলাকালে বায়আতের অনুষ্ঠানও তিনি দেখেন। তিনি বলেন, একটি একটি করে আমার প্রায় প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। আমার মনে হয় এখন আর আমি বেশি দিন অতিথি হিসেবে আসব না বরং স্বয়ং নিজেও বয়আত করে জামা'তভূক্ত হওয়ার ইচ্ছা রয়েছে।

আরেকজন ভদ্রমহিলা মারিয়া জোজের সম্পর্ক লাতিন আমেরিকার সঙ্গে। বার্লিনে তিনি পড়াশোনা করছেন। নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ইতিপূর্বে ইসলাম বা আহমদীয়াতের সাথে আমার কোন পরিচয় ছিল না। প্যারাগুয়ের মুরব্বী সাহেবের স্ত্রীর মাধ্যমে আমি জামা'ত সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমি জানতে পেরেছি যে, জার্মানিতে জামা'তে আহমদীয়ার জলসা হয়। তাই আমি জলসায় যোগদানের জন্য চলে আসি। এখানে এসে আমি আশ্চর্য হই যে, এত জাতি, গোষ্ঠি ও বর্ণের মানুষ এমন ঐক্যের সাথের বসবাস করছে এবং সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করছে এবং সবাই নিরাপদ ও আশ্বস্ত বোধ করছেন,কারো মনে কোন প্রকার ভীতি নেই। এমন শান্তিপূর্ণ জনসমাবেশে অংশগ্রহণ আমার জন্য একটি নতুন অভিজ্ঞতা। বার্লিন ফিরে গিয়ে আহমদীয়া জামা'তের মসজিদের সাথে যোগযোগ করার এবং মসজিদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় ইচ্ছা রয়েছে। আপনাদের জলসায় যোগদান করে এক আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করেছি।

মেসেডোনিয়ার একটি সমাজকল্যাণ সংগঠনের তিন ভদ্র মহিলা জলসায় যোগদান করেন। মেসেডোনিয়াতে আমাদের আশেপাশে অনেক মুসলমান বসবাস করে, কিন্তু ইসলামের এমন রূপ এবং জামা'তের এই সামাজিক প্রেক্ষাপটটি আমাদের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রমাণিত হয়েছে। আপনাদের জামা'তের সদস্য, আপনাদের শিক্ষা এবং আপনাদের নেতৃত্ব আমরা দেখেছি আর এই চেতনা নিয়ে আমরা ফিরে যাব যেন সেখানকার মুসলমানদেরকে আপনাদের জামা'ত সম্পর্কে অবহিত করতে পারি। এ জামা'ত এবং জামা'তের জলসা অন্যান্য মুসলমানদের জন্য আদর্শ আর এমন শান্তিপূর্ণ শিক্ষা ও সুশৃঙ্খল জামা'ত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা রাখে। এবার আমরা কারো আমন্ত্রণে এখানে এসেছি, কিন্তু আমরা আশা করি ভবিষ্যতে অতিথিদের সাথে নিয়ে আসব আর আপনাদের জামা'তের সম্পর্কে মেসেডোনিয়ার মুসলমানদেরকে আমরা স্বয়ং অবহিত করব। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা এভাবে তবলীগের পথ উন্মোচন করেন।

লেটভিয়া থেকে মাইকোলস সাহেব এসেছেন। তিনি একজন ছাত্র। ধর্মীয় গবেষণা হল তার আগ্রহের বিষয়। তিনি বলেন, ধর্মের প্রতি আমি গভীর আগ্রহ রাখি আর এ কারণেই আপনাদের জামা'তের শিক্ষা আমি পড়েছি এবং এর ব্যবহারিক বহিঃপ্রকাশ দেখেছি। আমার কাছে আপনাদের শিক্ষা এবং আপনাদের কর্মপন্থা খুবই ইতিবাচক এবং আকর্ষণীয় মনে হয়। জলসায় অংশগ্রহণকারী লোকদের মাঝে এক আধ্যাত্মিক একাগ্রতা আমি অনুভব করেছি।

মানুষ এই যে আধ্যাত্মিকতা অনুভব করেন, আমাদের মাঝে এটি যেন কেবল জলসার সময়ই পরিলক্ষিত না হয় বা ক্ষণস্থায়ী বৈশিষ্ট্য না হয়, বরং জলসায় অংশগ্রহণকারী আহমদীদের দায়িত্ব হল এই আধ্যাত্মিক একাগ্রতাকে আমাদের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত করা।

লেটভিয়ার এক সাংবাদিক ভদ্রমহিলা আগষ্টিন সাহেবা তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, গত ছয় মাস থেকে ইসলামের বিভিন্ন ফির্কা সম্পর্কে একটি প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি। এই বিষয়টি নিয়ে আমি ইস্তাম্বুলও গিয়েছি। সেখানে বিভিন্ন ইসলামিক ফির্কার সাথে সাক্ষাৎ করেছি, কিন্তু এখানে জামা'তে আহমদীয়ার ইমামকে দেখে আমার হৃদয়ের যে অবস্থা হয়েছিল তা বর্ণনা করার জন্য আমার কাছে ভাষা নেই। তাঁর সাথে সাক্ষাতের সময় আমি জিজ্ঞেস করেছি যে, [হুযূর (আই.) বলছেন যে, মহিলা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন] এখন মোল্লাতন্ত্র এবং ধর্মীয় উগ্রতার চিকিৎসা কী? তিনি দুটি শব্দের মাধ্যমে এ প্রশ্নের পুরো উত্তর দিয়ে বলেছেন, এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হল ইসলামের সঠিক শিক্ষা উপস্থাপন করা। তিনি বলেন, সত্যিকার অর্থে সঠিক শিক্ষাই এ সমস্ত সমস্যার একমাত্র সমাধান। আর সেই সঠিক শিক্ষার জ্ঞান এবং ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে এ যুগে আমাদেরকে রসূল করীম (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ অবহিত করেছেন।

অতএব, সব অ-আহমদীদের এই যে অভিব্যক্তি এটি শুনে আহমদীদের কেবল গর্ব করলেই চলবে না। বরং নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার উন্নতির জন্য সব সময় চেষ্টা অব্যহত রাখা উচিত।

লেটভিয়া থেকে কুর্তভা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ললি ডিয়াস সাহেবা জলসায় যোগদানের পর নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, জীবনে প্রথমবার আমি মুসলমানদের এত বড় সমাবেশে যোগ দিয়েছি। জামা'তে আহমদীয়ার ইমামকে প্রথমবার যখন কাছে থেকে দেখলাম তা আমার জন্য একটি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ছিল। সেই বিশেষ অবস্থা আমার সারা জীবন মনে থাকবে। আমার ভাষা আমার আবেগের সঙ্গ দিচ্ছে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস

জামা'ত এবং জামা'তের খলীফা অন্যান্য মুসলমানদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর এ পার্থক্য আমি আমার অন্তরাত্মা দিয়ে অনুভব করি। প্রত্যেক আহমদী, যারা এ জলসায় অংশগ্রহণ করেছে তার উপর এক গভীর প্রভাব ফেলেছে।

এ বছর বসনিয়া থেকে ৪৬ জন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল জলসায় যোগদান করে, তাদের মাঝে ১৮জন ছিল আহমদী আর বাকি ২৮জন তবলীগের অধীন ছিল। একজন অতিথি, ইয়াসমিন সাহেবা, যিনি একটি এনজিওর প্রেসিডেন্টও বটে। কিছুকাল পূর্বে তিনি জামা'তের সাথে পরিচিত হন। নিজের গাড়িতে করে ১২০০ মাইল দুরত্ব অতিক্রম করে তিনি জলসায় যোগদান করেন। তিনি বলেন, জলসার এত বড় ব্যবস্থাপনা দেখে আমি আশ্চর্য হই। এরা কেমন মানুষ? জলসার পুরো ব্যবস্থাপনায় কোথাও কোন ত্রুটি আমার চোখে পড়ে নি।

অতএব, কর্মীদের সেবার প্রেরণাই অন্যদেরকেও প্রভাবিত করে।

বসনিয়ার রোমান কমিউনিটির প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ নাযাদ সাহেব। তিনি বুদ্ধিজীবি হিসাবে পরিচিত এবং তুজলা শহরের কাউন্সিলর। তিনি বলেন, জলসার পুরো ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। ইতিপূর্বে কখনোই আমি এমন অনুষ্ঠানে যোগদান করি নি। এ জলসা আমার জন্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষণীয় ছিল। কর্মীদের নিষ্ঠা দেখে আমি উপলব্ধি করেছি যে, এরা ঈমানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃঢ়তার অধিকারী এবং তাদের কথা এবং কর্মের সামঞ্জস্যই তাদের উন্নতির রহস্য আর এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে খেলাফতের সাথে তাদের সম্পৃক্ততার কারণে। অতএব এরা যখন যোগদান করে তখন খিলাফত সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়। অতএব সকল আহমদী এবং কর্মীদের উচিত এই প্রভাব সব সময় বজায় রাখা এবং অক্ষুন্ন রাখা।

এক গায়ের আহমদী বন্ধু মাহের সাহেব তার স্ত্রী সহ এই জলসায় নিজের খরচে যোগদান করেন। তারা বলেন, যেভাবে এখানে অতিথিদের যত্ন নেওয়া হয় এবং যে স্নেহ ও ভালবাসা নিয়ে মানুষের সঙ্গে আচরণ করা হয়,সত্যি বলতে কি, তারা যদি আমাদেরকে মাটিতে শুতে বলে এবং শুধু শুকনো রুটি খেতে দেয় তবু কোন অভিযোগ থাকবে না, কেননা আমরা যে ভালোবাসা পেয়েছি, পৃথিবীর অন্য কোথাও এর দৃষ্টান্ত নেই।

বসনিয়ার একজন অতিথি দিয়ানা সাহেবা যিনি একজন নার্স। জামাতের সঙ্গে বা কোন এক আহমদী পরিবারের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। স্বামী এবং কন্যা সহ তিনি জলসায় যোগদান করেন। জামাতের সাথে তার অনেক সহযোগিতা রয়েছে। স্বামী এবং পিতামাতাসহ সকলের যাতায়াত খরচ নিজে বহন করে তিনি এখানে এসেছেন। তিনি বলেছেন, জলসার সকল ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। এসব নিষ্ঠাবান কর্মীদের দেখে আমি লজ্জাবোধ করতাম যে, তারা আমাদের জন্য এত কষ্ট সহ্য করছে।

জলসায় অংশগ্রহনকারী একজন অতিথি আমীর সাহেব যিনি প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করেন, জলসার পরিবেশ তাঁর উপর গভীর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তিনি বলেছেন, আমি ফিরে গিয়ে এটাই বলব যে, জলসার অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। এ বিষয়গুলো কেবল অনুভব করা যায়। এই জন্য এই জান্নাত সদৃশ পরিবেশে কয়েকদিন সময় অতিবাহিত করা প্রকৃত জান্নাত সম্বন্ধে এক দৃঢ় বিশ্বাস এনে দেয়।

আমাদের কতক মানুষ যারা সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে, পারস্পরিক ঝগড়া এবং মনোমালিন্য সৃষ্টি করে তাদের উচিত এমন লোকদের প্রতিক্রিয়া ও মন্তব্য শুনে লজ্জিত হওয়া এবং পরস্পরের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করা।

এবছর বুলগেরিয়া থেকেও বায়ান্ন জন সদস্য সংবলিত একটি দল জলসায় অংশগ্রহণ করে যাদের মধ্যে কুড়ি জন আহমদী এবং বত্রিশ জন অ-আহমদী। তাঁরা বাসে চড়ে প্রায় ত্রিশ ঘন্টা সফর করে জলসায় যোগদান করেছেন। এ প্রতিনিধি দলে ব্যবসায়ী, আইনজীবি, লেকচারার, ছাত্র এবং সাধারণ মানুষও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এসিনোভা নামে এক ভদ্র মহিলা বলেন, প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। বুলগেরিয়ার আহমদীদের কাছে জলসা সম্পর্কে অনেক শুনেছি। সেখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠির মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল। জলসায় প্রত্যেকে পরস্পরের সঙ্গে ভালবাসা সহকারে সাক্ষাৎ করছিল। মানুষ যদি জীবনে পরিবর্তন আনতে তবে সে যেন এই জলসায় অবশ্যই আসে। আমি এখানে অনেক কিছু শিখেছি। তাদের মধ্যে দু'টি বিষয় অবশ্যই আমি উল্লেখ করব। এক- এখানে আল্লাহকে ভালোবাসা শেখানো হয় এবং দুই- মানুষকে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধ তৈরী করতে শেখানো হয়।

বুলগেরিয়া এমন একটি দেশ যেখানে জামাতের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে এবং সেখানকার গায়ের আহমদী মোল্লাদের বিরোধিতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তাই সরকারও মোল্লাদের ভয়ে ভীত। তাই বুলগেরিয়া জামাতের জন্য দোয়া করুন যেন সেখানকার অবস্থা পরিবর্তন হয়, জামাতের রেজিষ্ট্রেসন পুনর্বহাল হয় এবং জামাত পুনরায় প্রকাশ্যে তবলীগ করার কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ পায়।

বুলগেরিয়ার একজন অতিথি ফিফকোয়ানো সাহেব বলেন প্রথমবার এমন আশিসময় জলসায় যোগদান করেছি। সবকিছু ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। এখানে এটিই শিখেছি, আহমদীরা এমন মানুষ যারা সত্যিকার অর্থে শান্তির শিক্ষা দেয় আর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করে আর পৃথিবীকে জান্নাতে পরিণত করতে চায়। এখানে জীবনদায়ী আলো লাভ হয়। আমি সারা জীবন সবাইকে বলব যে, আহমদীয়াতই হল প্রকৃত ইসলাম যা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, নিজের জন্য দোয়ার অনুরোধ করছি।

এরপর প্রতিনিধি দলের আরেকজন অতিথি ডি মেরুভ বলেন, আজ আপনার বক্তৃতা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বক্তৃতায় মানুষকে ভালেবাসার উল্লেখ ছিল। অনুরুপভাবে শিশুরা যখন আমাকে পানি পান করাতো এবং একরাশ ভালোবাসা নিয়ে যখন কথা বলতো, আমার খুব ভালো লাগতো। যে জাতির শিশুরা এমন তাদের ভবিষ্যত নিরাপদ।

দিসি সিলাহা নামে আরেকজন মহিলা মনস্তত্ত্ব বিদ্যার লেকচারার। তিনি বলেন, প্রথমবার জলসায় যোগদান করেছি। এই জলসা একটি নিদর্শন। এখানে ভালেবাসা, শান্তি ও সম্মান লাভ হয়। আমি এখানে কোন ঝগড়া বিবাদ দেখি নি। প্রত্যেকে একে অন্যের সেবা করছে, হাসিমুখে কথা বলছে। হাজার হাজার মানুষের মাঝে আমাকে নিয়মিত পথ্য দেওয়া হয়েছে। অসুস্থ হলে অনতিবিলম্বে ওষুধ দেওয়া হয়েছে। কেউ ভিআইপি ছিল না। সকলেই সমান ছিল। খোতবা জুমুআও আমাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, মানুষের দুর্বলতা ঢেকে রাখা, পরস্পরকে সাহায্য করা, পরস্পরের ভুল ভ্রান্তি অন্যের সামনে প্রকাশ না করা বরং তাদের জন্য দোয়া করা– এসব শিক্ষা যা তিনি বর্ণনা করেছেন। আমি ভাবছিলাম, সারা পৃথিবী যদি তাঁর কথা শুনত! পৃথিবী যদি সরল পথে আসতে চায় তবে এই ডাকে সাড়া দিতে হবে এবং তাঁর শিক্ষাকে মানতে হবে।

গিনি বাসাও-রে এক যুবক আবু বকর সাহেব পর্তুগালে পাবলিক সিকিউরিটিতে এম.এ করছেন। তিনি বলেন, জলসার নিরাপত্তার ব্যবস্থা অনন্য ছিল। চল্লিশ হাজার জমায়েতকে পুলিশের সাহায্য ছাড়াই নিয়ন্ত্রণ করা এক অসাধারন কাজ। সরকারের জন্যও এত বড় জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা ঝগড়া -বিবাদের কোন না কোন ঘটনা তো ঘটেই থাকে। জলসা চলাকালে কোন পুলিশ আমি এখানে দেখি নি তা সত্ত্বেও আমি কারো সাথে কাউকে ঝগড়া বিবাদ করতে দেখিনি। সবাইকে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসায় আপ্লুত দেখেছি। এটি আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

অন্য একটি দেশ মেসিডোনিয়ার কথা বলছি, এখানকার পয়ষট্টি সদস্য বিশিষ্ট দল জলসায় যোগদান করে। এদের অধিকাংশই মেসিডোনিয়া থেকে জার্মানী প্রায় ২ হাজার কিলোমিটার বাসে সফর করেছেন। তাদের মধ্যে চারটি বিভিন্ন টেলিভিশনের পাঁচজন সাংবাদিকও ছিলেন। সাংবাদিকরা জলসা সালানা চলাকালে রেকর্ডিংও করেছেন, বিভিন্ন মানুষের সাক্ষাতকার নিয়েছেন। ২৮ তারিখে আমার সাথে তাদের সাক্ষাত ছিল। তারা বলছিল, আমরা যা কিছু রেকর্ডিং করেছি সেগুলি এবং সাক্ষাতের রেকর্ডিংগুলির মাধ্যমে তথ্যচিত্র প্রস্তুত করে সম্প্রচার করব। এঁদের মধ্য ৩২জন খৃষ্টান ছিলেন এবং ত্রিশজন আহমদী ও অ-আহমদী সদস্য ছিলেন, যাদের মধ্যে একজন শেষের দিন বয়আত গ্রহণ করেন।

মেসিডোনিয়ার বেরাভো শহর থেকে আগত এক অতিথি বেলাজিস্কা ট্রেনেজসকা পেশায় একজন আইনজীবি, তিনি বলেন, প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। পুরো ব্যবস্থা ছিল অসাধারন। কোথাও কোন ঘাটতি ছিল না। তিনি আমাকে বলেন, বিভিন্ন বক্তৃতা আমার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। এসব বক্তৃতা থেকে বুঝেছি, ইসলামের মূল উদ্দেশ্য শান্তি প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধ নয়। বস্তুতঃ কীভাবে একটি সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, ইসলাম জীবনের সেই মৌলিক বিষয়গুলির শিক্ষা দেয়। ইসলাম সর্বাবস্থায় এই শিক্ষা দেয় যে যেন পুণ্যের জয় হয় এবং পাপ পরাজিত হয়। তিনি বলেন, এই শিক্ষাই যদি আমরা অনুসরণ করি তাহলে পৃথিবীতে যুদ্ধের পরিবর্তে এই পৃথিবী শান্তির নীড়ে পরিণত হতে পারে।

তিনি আরও বলেন, নারীদের অধিকার সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন, আমি মনে করি খুবই সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরেছেন। সন্তানদের তরবিয়তের জন্য মায়েরা দায়ী এবং এ বিষয়ে তাদের ভুমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীদের অধিকার সম্পর্কে তিনি নিজের ভাষায় এই বক্তৃতার বিষয়বস্তু তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সংক্ষেপে বলব যে, আপনি একথাই বলেছেন যে, মহিলারা বাসাকে আগলে রাখে আর স্বামীরা সুরক্ষার নিশ্চয়তা দান করে। আমি মনে করি, স্বামীরা পরিবারের মাথা এবং মহিলা হলো ঘাড়। একটি অন্যটি

ছাড়া প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। বয়াত গ্রহণও আমার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। এমন মনে হচ্ছিল, সময় যেন থেমে গেছে। সর্বত্র ছিল জনসমুদ্র ছিল, যারা এই বিশেষ মুহূর্তটি থেকে বঞ্চিত হতে চাইছিল না। সমস্ত পথ একই গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিল, যেখানে জামাতে আহমদীয়ার ইমাম ছিল। সেই মূহূর্তে জলসাগাহের বাইরের মাঠ ধূ-ধূ করছিল, কোন মানুষের দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না।

হুযুর বলেছেন, কিছু অভিযোগও আমার কাছে এসেছে। জার্মান বাসীদের এবিষয়ে আনন্দিত হলে চলবে না। আল্লাহ তা'লা তাদের দূর্বলতা ঢেকে রেখেছেন, কিন্তু তরবিয়তি বিভাগের এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে যে ভবিষ্যতে বাইরের মাঠ যেন সত্যি সত্যিই জন-প্রাণী শূন্য হয়, কেননা এই অভিযোগ এসেছে যে, কতক মানুষ জলসা চলাকালে বাইরে ঘোরাফেরা করছিল আর এম.টি.এ-র ক্যামেরা তাদেরকে দেখাচ্ছিল। এটি ভালো কথা যে তারা সত্যকে তুলে ধরেছে, কিন্তু জলসা চলাকালে জলসার অনুষ্ঠানের উপর ফোকাস থাকা উচিত। এম.টি.এ-র কারণে অনেকে অন্ততঃ এটুকু বুঝতে পেরেছে যে ত্রুটি কোথায়।

তিনি বলেন যে, আমি জলসা চলাকালে আমি ইসলাম সম্পর্কে আমার জ্ঞান অনেক বিস্তৃত করেছি। হয়তো কথাগুলি মুছে যাবে কিন্তু, ইসলামের যে চিত্র আমার মনে তৈরী হয়েছে তা চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

মেসেডোনিয়া থেকে আগত একজন টিভি এক সাংবাদিক বলেন, জলসা আমাকে ইসলামের নতুন দিকগুলোর দিকে পরিচালিত করেছে। এক সময় এমন ছিল যখন ইসলাম শব্দ আমার জন্য নিষিদ্ধ ছিল। এখন আমি ইসলামের নতুন পরিচয় লাভ করেছি। সাংবাদিক হিসেবে নতুন অভিজ্ঞতার জন্য আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এই অনুভুতি ও প্রভাব নিয়ে আমি মেসেডোনিয়া সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। হুযুর বলেন আমার সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছে। তিনি বলেন, এই সাক্ষাতলাভ আমার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আপনার একথা একেবারেই সঠিক যে, ইসলামকে যদি বুঝতে হয় তাহলে সরাসরি কুরআন থেকে শেখা উচিত। প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে কট্টরবাদী ইসলামকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয় যা আজকাল অনেকে করে থাকে। তিনি বলেন, অবশেষে আমি বলতে চাই যে, জামাতে আহমদীয়ার ইমামের সমস্ত উত্তরে আমি ছিলাম আশ্বস্ত এবং সন্তুষ্ট হয়েছি। তিনি আমাকে ইসলামের নতুন আঙ্গিক দেখিয়েছেন। ইসলামের নতুন দিগন্তের দিকে আমাকে পরিচালিত করেছেন। এখন আমি ইসলামের সত্যিকার চিত্র দেখেছি।

সালে রিস্টাস্কি নামে মেসিডোনিয়ার টেলিভিশনের আরেকজন সাংবাদিক বলেন, এমন এক সমাবেশে এই প্রথম আমি যোগদান করেছি। সবকিছু ছিল আমার জন্য নতুন। মুসলমানদের সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। জলসায় যারা কাজ করছিল তাদেরকে ক্লান্ত মনে হচ্ছিল না। কর্মীদের এ অবস্থা আমার কাছে বিস্ময়কর ছিল, কেননা, এত মানুষ একত্রিত হয়েছেন, প্রত্যেকে নিজের নিজের কাজ করে চলেছে, আর কারো কোন সমস্যাও নেই। আমি তাদের মধ্যে থেকেছি বলে আনন্দিত। তাদের অনেকে এখন আমার বন্ধু হয়েছেন, আর বন্ধুরা তো সম্পদ হয়ে থাকেন। এই জলসার পর নিজেকে ধনী মনে হচ্ছে।

মেসিডোনিয়া থেকে আগত আরেক অতিথি রদনেল ডলো ওলেস্কা, বলেন, সাংবাদিক হিসেবে এই জলসা আমার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। সাংবাদিকদের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোন নতুন ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। আমি নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে করি যে, সরাসরি আমি জলসা দেখেছি এবং পরিচিত হয়েছি। জলসার পুরো ব্যবস্থাপনা আমার ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। এই জলসায় আমি ইসলাম সম্পর্কে বেশ কিছু কথা জেনেছি। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, আমি তাদের ইন্টারভিউ নিয়েছি। আমি মেসোডোনিয়া ফিরে গিয়ে এই পুরো রেকোর্ডিং এর ভিত্তিতে একটা তথ্যচিত্র প্রস্তুত করব এবং মেসোডোনিয়ান জাতির কাছে এই বাণী প্রচার করব।

লিথুনিয়ার একজন অতিথি অগষ্টিনাস সুলিজা বলেন আমার এমন মনে হল যেন আমি নিজের ঘরে অবস্থান করছি। আপনাদের জামা'তের মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্বল্পকালের জন্য এখানে এসে সমবেত হয়েছে। সর্বত্র আত্মোৎসর্গের এক প্রেরণা আমার চোখে পড়ছে। আমার মত অপরিচিত ব্যক্তির জন্য এটি অদ্ভুত বিষয় যেন নতুন এক জগৎ এটি। আমি খুবই আনন্দিত যে, বিভিন্ন সভ্যতা, ধর্ম, পরিচয়, খাদ্যাভ্যাস এবং বিভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ হয়েছে। খাওয়া, পান করার রীতি নীতি, পদ্ধতি, ধরণ আরো অনেক কিছু দেখার সুযোগ হয়েছে। আহমদী হিসেবে প্রতিদিন এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমস্যার সম্মুখিন হওয়া আর এই উদ্দেশ্যে আপনাদের চেষ্টা সত্যিই সাধুবাদের যোগ্য। আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা, মূল্যবোধ যথাযথ এবং সঠিক, এতে বিশ্বজনীনতা রয়েছে।

লিথুনিয়া থেকে আগত আরেকজন অতিথি বর্ণনা করেন, এত কাছে থেকে জামা'তকে দেখার সুযোগ পাওয়া আনন্দের বিষয়। কেননা, ইতিপূর্বে মুসলমানদের সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। এ জলসা থেকে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছি। এখন একজন ভালো মানুষ হিসেবে আমি জীবন কাটাতে পারব। এই ধর্মের শিক্ষা একজন ভালো মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে আমার জন্য সহায়ক হবে। এখানে আমার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি বলেন, এখানে এসে আমি অনুভব করেছি যে, যেন কেবল আমিই একজন অতিথি। প্রত্যেকেই আমার আরাম ও স্বাচ্ছন্দের প্রতি যত্নবান ছিল। আমি এটিকে অত্যন্ত প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখি।

অতএব,অমুসলিমরাও জলসায় অংশগ্রহণ করে নিজের মধ্যে এক পরিবর্তন অনুভব করে। আর আমরা যাদের জন্য জলসার ব্যবস্থা করা হয় তাদের কতটা চেষ্টা করে নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনা উচিত!

লিথুনিয়া থেকে আগত আরেকজন অতিথিনী মিসেস ইনগ্রিদা বলেন, এই অনুষ্ঠানে আমি প্রথমবার অংশ গ্রহণ করেছি, কিন্তু এত বড় জনসমাগম আমার জন্য আশ্চর্যের কারণ ছিল। এখানে অনেক ধর্ম এবং সংস্কৃতির মানুষ সমবেত ছিল, প্রত্যেকে পরস্পরের সাহায্যকারী ছিল। দ্বিতীয়ত এই অনুষ্ঠানের সুন্দর ব্যবস্থাও ছিল আশ্চর্যজনক এবং গভীর প্রভাব বিস্তারকারী। বক্তৃতা শুনে, খলীফার সাথে সাক্ষাত করে জামা'ত সম্পর্কে জানার আগ্রহ আমার আরও বেড়ে গেছে। আমি আপনাদের সম্পর্কে অবশ্যই পড়ব, কেননা, জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতাবলী থেকে বুঝতে পেরেছি যে, যেসব কথা বলা হয়েছে তা বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য। আমার অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল। আগামী বছরের জলসার অপেক্ষায় থাকব।

কিন্তু তিনি জার্মানির জামা'তকে একটি প্রস্তাবও দিয়েছেন। তিনি বলছেন যে, আমার মতে বিরতি চলাকালেও বিভিন্ন প্রদর্শনী এবং যে সমস্ত অনুষ্ঠান হয়ে থাকে সেগুলোতে যোগদান করা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে মানন্নোয়ন করা যায় যাতে মানুষ বেশি বেশি যোগদান করতে পারে।

অনুরূপভাবে কসোভো থেকে ১৮জন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল এসেছিল। তাদের একজন অ-আহমদী আর বাকী ১৭জন আহমদী ছিল। ইষ্টোনিয়া থেকে এক অতিথি এসেছিলেন যার নাম হল লরা সাহেবা। তিনি বলেন, জলসা সালানার ব্যবস্থাপনা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এমন মনে হচ্ছিল যে, ব্যবস্থাপনা সকল পরিস্থিতির জন্য পূর্বেই সব কিছু ভেবে রেখেছিল। প্রত্যেকটি চাহিদা এবং সকল সমস্যার সমাধান ছিল। অতিথি হিসেবে আমার সম্মানও করা হয়েছে এবং সকল অর্থে আমার খেয়ালও রাখা হয়েছে। আমি জলসা সালানার সার্বিক পরিস্থিতিকে অতি উন্নতমানের পেয়েছি। জলসায় যোগদানকারীরা শান্তিপ্রিয়, বন্ধুভাবাপন্ন ও সাহায্যকারী ছিল। আমি এতে খুবই আনন্দিত যে, আমার অনেক ভালো মানুষের সাথে সাক্ষাত হয়েছে। যারা জামা'ত সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তুলে ধরেন। জলসার বক্তৃতাগুলো শুনেছি। বিশেষ করে জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা আমি খুবই উপভোগ করেছি যা বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত ছিল। এসব বক্তৃতার বাণী খুব স্পষ্ট ছিল, নতুন ধ্যান-ধারণা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, যা আমি সাথে নিয়ে যাব। জামা'তে আহমদীয়ার খলীফার সমাপনী ভাষণ অনেক কিছু ভাবতে বাধ্য করে, আমার উপরে এর এক বিশেষ প্রভাব রয়েছে, সত্যিই মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা এটি।

আলবেনিয়া থেকে ৪৮জন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল জলসায় যোগদান করে। তাদের ১৯জন ছিলেন আহমদী আর ২৯ জন অ-আহমদী, আলবেনিয়ানরা ৪৩ ঘন্টা সফর অতিক্রম করে এসেছেন। তাদের মধ্যে সরকারের দুইজন প্রতিনিধিও জলসায় অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন চেয়ারম্যান অব স্টেট কমিটি অন কাল্টস।

অনুরূপভাবে হাঙ্গেরীর ২০জন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল জলসায় অংশগ্রহণ করেন। ১১জন আহমদী এবং ৯জন অ-আহমদী ছিলেন।

হাঙ্গেরীর থেকে আগত একজন ভদ্রমহিলা, যিনি মূলত আর্মেনিয়ার নিবাসীনী, তিনি বিউরে শহরে একজন জনপ্রিয় সামাজিক ব্যক্তিত্ব এবং হাঙ্গেরীর ক্যাবিনেটে আরমেনিয়ান সংখ্যালঘু শ্রেণীর মুখপাত্র। হাঙ্গেরীর মুবাল্লেগ বলেন, একদিন সন্ধ্যায় জলসার সমাপ্তিতে তিনি নিজেই বলেন, সহস্র সহস্র মুসলমান পুরুষদের মাঝে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি ভদ্র এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যে সমস্ত প্রচার মাধ্যম বলে যে, অভিবাসীরা, বিশেষ করে মুসলমানরা অসভ্য, মহিলাদের প্রতি অমার্জিত আচরণ করে, তাদের এখানে এসে দেখা উচিত যে, মুসলমান জাতি কত ভদ্র এবং শিষ্ট হয়ে থাকে। একটি ছোট্ট বালক আমার কাছে আসে, সে আমাকে এই কথা জিজ্ঞেস করে নি যে, আপনি কে বা কোত্থেকে এসেছেন? বরং বড় শ্রদ্ধার সাথে আমার সামনে পানির গ্লাস উপস্থাপন করে। পানি পান করার পর আরেকটি বালক পিছন থেকে এসে আমার কাছ থেকে খালি গ্লাস নিয়ে যায়। এখানে ছোট-বড় সকলেই ভালোবাসার দূত।

উপস্থিতির মোট সংখ্যা যখন জানানো হয়, তিনি বলেন, খ্রিষ্টানদেরকে দশগুণ সংখ্যায় এখানে আসা উচিত এবং শেখা উচিত যে, এক সভ্য সমাজে পরস্পরের প্রতি কীভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা যায়।

হাঙ্গেরীর এক মেহমান গ্যাবর টামাস সাহেব নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন: যে ধর্মীয় পরিবেশ, শান্তি, মানবতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এখানে দেখা যায় এবং এটি থেকে যেভাবে উপকৃত হওয়া যায় তা পৃথিবীর কোথাও নেই। আমেরিকাতে পাদ্রি হিসেবে দীর্ঘ দিন আমি কাজ করেছি এবং পৃথিবীর এক বিরাট অংশ আমি দেখেছি, কিন্তু এই পরিবেশ আজ পর্যন্ত কোথাও আমি পাই নি। আহমদীরা বড় সৌভাগ্যবান যে তাদের এক নেতা আছেন, যিনি আহমদীদেরকে ভালোবাসেন এবং তাদের পথপ্রদর্শন করেন। এই জলসায় যোগদান করে আমি অনুভব করছি আমার ঈমান দৃঢ় হয়েছে। তিনি বলেন, আপনার জামা'ত প্রতিদিন প্রতিনিয়ত প্রসার লাভ করছে, অপরদিকে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা প্রতিদিন কমে আসছে। আমাদের গীর্জা জনশূন্য হয়ে পড়ছে। জামা'তে আহমদীয়ার ইমামকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনিও এটিই বলেছেন যে, বস্তুবাদিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আধ্যাত্মিকতা হারিয়ে যাচ্ছে। এই কারণেই সব কিছু হচ্ছে। তিনি বলেন, মানুষকে আমাদের বলতে হবে যে, আমাদের এক প্রভু আছেন, তাকেই মেনেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। (হুযুর বলেন) তিনি আমাকে উদ্ধৃত করে একথা বলেছেন।

একজন সিরিয়ান বন্ধু আক্রাম আদুমানি সাহেব বলেন, আমি প্রায় একমাস পূর্বে জামা'তের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। আহমদীদের একটি মিটিংয়ে আমি অংশ গ্রহণ করেছিলাম। সেখানে প্রথমবার জামা'তে আহমদীয়া সম্পর্কে শুনেছি। এরপর আমার পরিবারের সাথে জলসায় আসি। এখানে মানুষ খুবই সৎ এবং অতিথিপরায়ণ। জামা'তের বিশ্বাস সম্পর্কে অনেক ভালোবাসা ও স্নেহের সাথে তারা কথা বলেন। একটা জিনিস যাকে আমি নিদর্শন বা মোজেজা মনে করি, তা হল উপস্থিতি এত বেশি হওয়া সত্ত্বেও তিন দিনে একবারও পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হয় নি। হজ্জেও মানুষ কখনও কখনও ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ করে দেয় কিন্তু এখানে কাউকে কারো বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে কথা বলতে দেখিনি। আরেকটি বিষয় যাকে আমি মোজেজা বা নিদর্শন মনে করি, তা হল আহমদীরা অতিথি মহিলাদেরকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে এমন কি আমার স্ত্রীও বলেছেন যে, আমি কাউকে নোংরা দৃষ্টিতে তাকাতে দেখিনি।

উসামা আবু মোহাম্মদ হালবী বলেন, জলসায় এত বড় জনসমাগম সত্ত্বেও নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল অতি উন্নতমানের। নিরাপত্তার জন্য সকল প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল। এত বড় জনসমাগম সত্ত্বেও কর্মীদের ব্যবহার ছিল আদর্শস্থানীয়। আমাদের আহমদী ভাইয়েরা আতিথেয়তা এবং আবাসনের ক্ষেত্রে অতি উন্নতমানের সেবা দিয়েছে। একথা একেবারে স্পষ্ট যে, তাদের সব কথা এবং কর্মে সেই সত্য পরিদৃষ্ট হয়েছে যা অনেক ইসলামী ফেরকায় নেই। আমি আহমদী নই কিন্তু আপনাদের সব কাজের প্রশংসা না করে পারছি না।

একজন সিরিয়ান বন্ধু, যার নাম হল মাহমুদ, যিনি পোল্যান্ডে বসবাস করেন, তিনি বলেন, জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা শুনে আমার হৃদয় আবেগের আনন্দে ভরে যায়। একটি মাত্র বক্তৃতায় তিনি পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান তুলে ধরেছেন। খলীফা বিভিন্ন দেশের মাঝে কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তা উল্লেখ করেছেন এবং ইসলামী শিক্ষার আলোকে এই সমস্যার সমাধান তুলে ধরেছেন। এই কারণে মুসলমান হিসেবে আমি গর্ববোধ করতে শুরু করেছি।

আরেকজন অতিথি গ্রুনেগার সাহেব বলেন, জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম পরস্পরকে বোঝা এবং ভাবের আদান প্রদানের প্রেক্ষাপটে কথা বলেছেন। আজকে পৃথিবীর তা একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর কথা বর্তমান পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছে। কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি একথা অত্যন্ত স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইসলাম মোটেই ধর্মীয় উগ্রতায় বিশ্বাসী নয়। আর এটিও স্পষ্ট করেছেন যে, মহানবী (সা.) এমন মানুষ ছিলেন, যিনি শত্রুদেরকেও ক্ষমা করে দিতেন। খলীফার বক্তৃতা শুনে প্রথমবার আমার মনে হল যে, সত্যিকার অর্থে ইসলাম কী। ইসলাম হল প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসার ধর্ম। ইসলাম মোটেই তেমন ধর্ম নয় যেমনটি কি-না প্রচার মাধ্যম বলে থাকে।

জার্মানিতে গত দুই তিন বছর ধরে বয়আত অনুষ্ঠানও হচ্ছে। এই বছর জলসা চলাকালে ১১টি দেশের ৩৩জন ব্যক্তি বয়আত করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। জলসায় আলবেনিয়া, গাম্বিয়া, ঘানা, জার্মানি, ইরাক, মরক্কো, প্যালেস্টাইন, তুর্কী এবং লিথুনিয়া এর অন্তর্ভুক্ত।

লমিস আব্দুল জলীল সাহেবা স্টোনিয়া থেকে জলসায় যোগদান করেন। তাঁর বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। তিনি বলেন, আমি একজন ফিলিস্তিনি। স্টোনিয়ান যুবকের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে। আমি জলসায় দ্বিতীয়বার যোগদান করছি। প্রথমবার জলসায় যোগদানের পর জামা'ত সম্পর্কে অনেক সংশয় নিয়ে ফিরে গিয়েছি। কিন্তু এবার জলসা চলাকালে আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে অনেক দোয়া করি যে, আল্লাহ আমাকে সঠিক পথ দেখাও। যদি জামা'তে আহমদীয়া আমার জন্য সঠিক পথ হয়ে থাকে আর জীবন যাপনের সঠিক রীতি হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ তুমি নিজে আমাকে পথের দিশা দাও। পরের দিন আমি বয়আত করি, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আশ্বস্ত করেন। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করি যে, এই বিশাল জনসমুদ্র আমার জলসায় যোগদান এবং আমার আহমদী গ্রহণের জন্য দোয়া করেছে। গত বছর জলসার সব বক্তৃতা শোনার আমার সুযোগ হয় নি । কিন্তু এবছর প্রতিটি বক্তৃতা খুব মনোযোগ সহকারে শুনেছি যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা আমার হৃদয়ে এই দৃঢ় বিশ্বাস এনে দেয় যে, এই জামা'তই সত্য। ফলে আমি বয়আত করে নিই। এখানে মহিলাদের মাঝে যে আবেগ এবং প্রেরণা দেখেছি তা অন্য কোথাও দেখিনি। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মহিলাদের সাথে সম্পর্ক হয়েছে। হয়ত তাদের সাথে আর কখনও দেখা হবে না কিন্তু চিরদিন তাদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার আহমদীয়াত গ্রহণ আর এই জামা'তের সাথে সম্পৃক্ততা সব আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হয়েছে।

জলসা সম্পর্কে এই ছিল কয়েকটি অভিব্যক্তি বা প্রতিক্রিয়া যা তুলে ধরলাম। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এই জলসা অনেকের বক্ষ উন্মোচিত করে, অনেকের সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত করে। ইসলামের প্রকৃত চিত্র তাদের সামনে ফুটে উঠে। আল্লাহ্ তা'লা জলসার কল্যাণ এবং আশিসকে সব সময় বৃদ্ধি করুন।

মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যমের কভারেজের দৃষ্টিকোণ থেকে জলসার প্রথম দিন, জুমুআর পর আমার সাথে এক সংবাদ সম্মেলন হয়েছে, যেখানে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম উপস্থিত ছিল। আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলির মধ্যে ইথুনিয়া, অষ্ট্রিয়া, ব্রাজিল এবং বেলজিয়ামের টেলিভিশন এবং পত্রিকার সাংবাদিকরা ছিলেন। জাতীয় পর্যায়ে জার্মানির চারটি টেলিভিশন স্টেশন এবং তিনটি প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিরাও ছিলেন। স্থানীয় পর্যায়ে টিভি, রেডিও এবং চারটি রেডিওর প্রতিনিধিরা ছিলেন। মোটের উপর জার্মানিতে জলসা সালানার বিষয়ে এই তিন দিনের যে সম্প্রচার হয়েছে, প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে ৫টি টেলিভিশন চ্যানেল, ৩টি রেডিও এবং ৬১টি পত্রিকা এবং অন্যান্য প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে ৫ কোটি ৯২ লক্ষাধিক মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে। আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত যে কভারেজ প্রত্যাশিত সেই অনুসারে ৪ কোটি ১৩ লক্ষাধিক দর্শক এবং পাঠকের কাছে পয়গাম পৌঁছাবে। অনুরূপভাবে আল ইসলাম ওয়েব সাইটে জলসার কভারেজ এম.টি.এ. জার্মান স্টুডিও-এর সহযোগিতায় আপলোড করাও অব্যাহত ছিল। সেন্ট্রাল প্রেস এবং মিডিয়া অফিসের পক্ষ থেকে প্রচারিত প্রেস রিলিজ আপলোড করা হয়েছে। সোশাল মিডিয়ায় জলসার কভারেজের প্রেক্ষাপটে কাজ করেছে।। ফেইসবুকে ৩২টি পোষ্ট করা হয়েছে যা ৪লক্ষ ২০ হাজার মানুষ দেখেছে। ৩৬ হাজার মানুষ পোষ্টগুলি পছন্দ করেছে এবং মন্তব্যও করেছে। অনুরূপভাবে টুইটারেও জলসা ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার মানুষ জলসার টুইট দেখেছে আর ৫ হাজার ৮শত মানুষ রি-টুইট করেছে।

এগুলি ছিল জলসা সম্পর্কে মানুষের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া। কিছু দুর্বলতাও রয়েছে, সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। যার একটি পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মানুষ বাইরে ঘোরাফেরা করতে থাকে, তাই ভবিষ্যতে তরবিয়ত বিভাগকে সক্রিয় হতে হবে। অন্যান্য অনুষ্ঠান চলাকালে মানুষ যেন বাইরে ঘোরাফেরা না করে । সাউন্ড সিস্টেম জুমুআর সময় সঠিক ছিল না। কিছু টেকনিক্যাল সমস্যা ছিল, তারপর কিছুটা সংশোধন হয়। এদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে, জার্মানি জামা'তকে। অনুবাদ সংক্রান্ত অভিযোগও রয়েছে যে, তখন কানে চেঁচামেচির শব্দ আসছিল বা শব্দদুষণ ছিল। অনুবাদ শোনার জন্য কানে যে হেডফোন লাগানো হয় সেটি উন্নতমানের হতে হবে।

আবাসনের তুলনায় এবার লোকসংখ্যা অনেক বেশি ছিল। তাই যদি চারশত ব্যক্তি মেট্রেস না পেয়ে থাকে তবে এটি তেমন কোন বিষয় নয়। যাইহোক জার্মানি জামা'তকে ভবিষ্যতে এর যথাযথ ব্যবস্থা করা উচিত। জলসা গাহে নিয়ম শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি ছিল, অনেকে অভিযোগ করেছেন। এদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এর একটি কারণ হয়ত এটি হতে পারে যে, হলঘর ঠান্ডা রাখার যে ব্যবস্থা ছিল সেগুলোর একটি মেশিন খারাপ হয়ে যায়। ফলে হলঘরে খুবই গরম ছিল, কিন্তু লন্ডনেও তাবুতে মানুষ বসে এবং অনেক গরম হয়ে থাকে, তাপমাত্রা বেশি হয়ে থাকে, তারপরও মানুষ বসে থাকে। এটি কোন ছুতো নয়। তরবিয়ত বিভাগের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত আর সারা বছর আহমদীদের এর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে যাওয়া উচিত।

যাইহোক এইসব ত্রুটি বিচ্যুতির কিছু আমি পাঠিয়ে দিয়েছি তাদেরকে। আপনারা চিন্তা করুন এই সম্পর্কে আর এই ক্ষেত্রে উন্নয়নের চেষ্টা করুন।

এরপর বারোর পাতায়.....

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

রিপোর্ট ঃ আব্দুল মাজেদ তাহের

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

২৩ এপ্রিল, ২০১৮

সেক্রেটারী ওসায়া

*ওসীয়ত বিভাগের সেক্রেটারী রিপোর্ট পেশ করে বলেন, এই মূহুর্তে মুসীদের মোট সংখ্যা হল এগারো হাজার পাঁচশ উননব্বই। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটারী সাহেব বলেন, মোট উপার্জনকারী সদস্যের সংখ্যা হল চোদ্দ হাজার ছশ আঠারো জন। হুযুর বলেন, এর অর্থ হল আপনারা পঞ্চাশ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে ফেলেছেন।

হুযুর আরও বলেন: আপনাদের উপার্জনকারী সদস্যের সংখ্যা যদি চোদ্দ হাজার হয়, তবে আরও আঠাশ হাজার কি কর্মহীন হয়ে বসে আছে? সেক্রেটারী বলেন: মোট চাঁদাদাতাদের সংখ্যা হল উনিশ হাজার চারশ। এতে উপার্জনকারী এবং হাতখরচ নিয়ে দিন যাপন করে এমন সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পকেট খরচ নিয়ে যারা দিন চালায়, তাদের জন্য চাঁদা আবশ্যক নয়। তাদের মধ্যে যদি কেউ ওসীয়ত করে তবে ওসীয়ত হবে। কিন্তু যারা পকেট খরচ নেয়, বা যারা গৃহবধু, কিশোর বা কেউ হয়তো কোন উপহার পেল - সেগুলির উপর চাঁদা ধার্য করা হয় না। কেননা তারা উপার্জনকারী নয়। উপার্জনকারী হল তারাই যারা চাকুরী , ব্যবসা, ঠেকাদারী বা অন্য কোন উপায়ে মাসিক আয় করে। এতে ছাত্র এবং গৃহবধুরা অন্তর্ভুক্ত নয়। কোন গৃহবধুকে যদি তার স্বামী দুশ ইউরো দেয় বা কোন বাচ্চাকে যদি একশ ইউরো দেয়, তবে আপনারা তাদেরকে উপার্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের তাজনীদ হল, ৪৩-৪৪ হাজার। আপনি বলছেন, এদের মধ্যে চোদ্দ হাজার ছয়শ আঠারো জন উপার্জনশীল রয়েছেন। এর অর্থ হল বাকী সব বেকার বসে আছে।

* হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রশ্নের উত্তরে খুদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেব বলেন, তাদের সংখ্যা হল দশ হাজার। এর মধ্যে পাঁচ হাজার উপার্জনকারী। অনুরূপভাবে সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বলেন, তাদের সদস্য সংখ্যা হল, পাঁচ হাজার ছশ, যাদের মধ্যে উপার্জনকারী সদস্যদের সংখ্যা হল চার হাজার। হুযুর আনোয়ার বলেন: এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, চোদ্দ হাজারের মধ্যে বাকী পাঁচ হাজার মহিলা যারা উপার্জন করেন? সেক্রেটারী সাহেব বলেন, তাঁর কাছে যে বাজেট আছে, সেগুলি বিভিন্ন জামাতের পক্ষ থেকে এসেছে। হুযুর আনোয়ার বলেন: এর অর্থ, খুদ্দামুল আহমদীয়া নিজের স্তরে ঠিকভাবে কাজ করছে না। তারা জানেই না যে, কতজন উপার্জনকারী সদস্য রয়েছেন। অনুরূপভাবে আনসারুল্লাহও ঠিকমত কাজ করছে না। তারাও জানে না যে, কতজন উপার্জনকারী রয়েছেন। হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের কাছে যে রিপোর্ট আছে তা খুদ্দাম ও আনসারের রিপোর্টের সঙ্গে মিলছে না। হয় আপনাদের পরিসংখ্যন ভুল, না হয় এই দুটি সংগঠনই ঠিকমত কাজ করছে না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) জার্মানী জামাতের তাজনীদ বা সদস্য সংখ্যা জানতে চান। জানানো হয় যে, সাত বছরের কম বয়সের সদস্য সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। আতফাল ও নাসেরাতের সংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে ছয় হাজার। এছাড়া ছাত্রদের সংখ্যা হল প্রায় চার হাজার।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এছাড়াও লাজনার তজনীদ বা সদস্য সংখ্যা হল তেরো হাজার। এদের মধ্যে যদি কুড়ি বছরের কম বয়সের মেয়েদের আলাদা করে দেওয়া হয়, তবে বাকি থাকে সাত হাজার। এইভাবে মোট সর্বাধিক সংখ্যা দাঁড়ায় আঠারো হাজার। অথচ সেক্রেটারী সাহেবের রিপোর্ট অনুসারে এই সংখ্যা দাঁড়ায় উনত্রিশ হাজার। হয় জামাতীয় ব্যবস্থাপনা এতটাই সক্রিয় হয়ে উঠেছে যে, অঙ্গসংগঠনগুলি বুঝেই উঠতে পারছে না যে, এরা কোথা থেকে নিয়ে আসছে। অথচ অঙ্গ সংগঠনগুলিকে জামাতীয় ব্যবস্থাপনা থেকে বেশি সক্রিয় হওয়া দরকার।

সদর খুদ্দামুল আহমদীয়া বলেন: আমরা ন্যাশনাল আমলার বৈঠকে এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম যে, আমাদের তাজনদী প্রতি মাসে আপডেট হচ্ছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জামাতী তাজনদী সঠিক কি না তা দেখার বিষয়। কেননা, আমরা প্রত্যেক খাদেমের কাছে যাই এবং আমাদের বাজেটও প্রত্যেক খাদেমকে নিয়ে তৈরী হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনারা তাদের সঙ্গে এইমস-এর ডেটা বিনিময় করেছেন? যে এইমস কার্ড অনুমোদিত হয়ে আসে, নিশ্চয় তা অঙ্গ সংগঠনগুলি পক্ষ থেকেই আসে। এর উত্তরে জানানো হয় যে, এইমস কার্ডের ভেরিফিকেশন সদর জামাতের পক্ষ থেকে আসে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের কাছে যে রিপোর্ট আসে তার উপর খুদ্দামুল আহমদীয়ার স্বাক্ষরও থাকা উচিত। যদি আনসার বা লাজনা হয় তবে তা অনুমোদন করা সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্ব। পুরুষ ও মহিলা উভয় পক্ষ থেকে রিপোর্ট এসেছে যে, কিছু মানুষ সন্দেহেরে আওতায়ও থাকেন। এমন অনেক কেসও এসেছে যেখানে সদরগণ যাচাই না করেই অ-আহমদীদের কিম্বা যাদের খরচ হয়েছে তাদের অনুমোদন করে দিয়েছেন। এই কারণে আমি একটি ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল থাকি না। বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা এই কারণেই গঠন করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন ভাবে সত্যায়ন হয়। পাকিস্তানের মরকযেও এই একই ব্যবস্থা চালু আছে। নাযের আমুরে আমার রিপোর্টও অনুমোদন করা হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সদর খুদ্দাম বিষয়টির সত্যায়ন করেন বা যদি বিষয়টি আনসারুল্লাহ্‌র আওতাভুক্ত হয় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সদর আনসার অনুমোদন দেয়। আমরা যেখানে নাযেরদের উপর নির্ভর করি না, সদরদের উপর কিভাবে করতে পারি? অতএব, এই সিস্টেম বা তন্ত্রটিকে যথাযথ করা দরকার। এখন একত্রে বসে তালিকাটি অনুমোদন করা সদর আনসার, সদর খুদ্দাম এবং সদর লাজনার কাজ।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সদরগণের বিষয়ে দু-একটি রিপোর্টও এসেছে। নিকাহর বিষয়ে ভুল অনুমোদন দিয়েছেন, যার কারণে তাদের শাস্তিও হয়েছে। তিনি বলেন: কেবল অফিসের চেয়ারে বসে স্বাক্ষর করে নিজেকে জেনারেল সেক্রেটারী মনে করে নেওয়া বা নিজেকে চৌধুরী মনে করে বসা কোন কাজের নয়।

এডিশিনাল সেক্রেটারী মাল

* এডিশিনাল সেক্রেটারী মাল নিজের বিভাগের রিপোর্ট পেশ করে বলেন: বাজেট তৈরী, চাঁদা আদায় ইত্যাদি কাজের জন্য সমস্ত সেক্রেটারী মালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। হুযুর আনোয়ার বলেন: বাজেট তৈরীর সময় প্রত্যেক ব্যক্তির বাড়িতে যাওয়া উচিত। প্রকৃত বিষয় হল আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব তাদের সামনে তুলে ধরা। সেক্রেটারী তরবীয়তেরও কাজ হল আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব মানুষের কাছে স্পষ্ট করা। কুরবানীর চেতনা তৈরী হয়ে গেলে সব কিছু নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যায়।

সেক্রেটারী মাল

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটারী মাল বলেন, আমাদের কাছে individual budget assessment form আছে।

* সেক্রেটারী বলেন: এখানে জার্মানীতে সর্বনিম্ন মজুরী হল ৮৮৪ ইউরো। একটি ত্রুটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, লোকেরা নিজেদের প্রকৃত আয়ের উপর বাজেট লেখায় না। এখন আমর পরিকল্পনা করছি যে, জামাতের সদস্যদের অবগত করতে হবে যে, আবশ্যিক চাঁদা প্রকৃত আয়ের উপর লেখানো কেন আবশ্যক? পরবর্তী আমলার মিটিং-এ আমরা এই পরিকল্পন পেশ করব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যারা নিজেদের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে চাঁদা দিতে অসমর্থ, তারা জানিয়ে দিন যে, আমরা চাঁদা দিতে পারব না। কিন্তু আমাদের আয় এত কম-এমনটি বলা ঠিক নয়। এমন আয়ে তো বরকতও হয় না। সেক্রেটারী তরবীয়ত এবং সেক্রেটারী মাল এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন আর সদরগণও ব্যক্তিগতভাবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। চাঁদা কোন কর বা শুল্ক নয়। চাঁদা অবশ্যই নিতে হবে, এমনটি নয়। কিন্তু নিজেদের আয় লুকাবেন না, অন্যথায় এর বরকত হারিয়ে যায়। যদি না দিতে পারেন তবে জানিয়ে দিন যে, আমরা দিতে পারব না বা আমরা যতটা দিচ্ছি তার বেশি দিতে পারব না। লিখিত অনুমতি নেওয়াই উত্তম। আমি অনেক চিঠি পেয়ে থাকি, জার্মানী থেকেও এই মর্মে চিঠি আসে যে, আমরা এতটা চাঁদা দিতে পারব না, আমাদেরকে চাঁদা থেকে অব্যহতি দেওয়া হোক বা চাঁদার হার কমিয়ে দেওয়া হোক।

সেক্রেটারী তালীম

* সেক্রেটারী তালীম নিজের বিভাগের রিপোর্ট পেশ করে বলেন: হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নির্দেশানুসারে আগামী পাঁচ-দশ বছরে ছাত্রদেরকে গাইড করার পরিকল্পনা তৈরী করা হচ্ছে। পরিকল্পনা আমীর সাহেবের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এ বিষয়ে আমীর সাহেব কিছু পরামর্শ দিয়েছেন, সেই অনুসারে আমরা পরিকল্পনা করছি। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অধিকাংশ ছেলেই আমার সঙ্গে সাক্ষাত হলে বলে, দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে ছেড়ে দিয়েছি, এখন কাজ করছি বা ট্যাক্সি চালকের কাজ করছি বা পিতার সঙ্গে কাজ করছি। কিন্তু মেয়েরা পড়াশোনা অব্যাহত রাখছে। এই কারণে রিশতা-নাতা (বিবাহ অফিস) বলে যে, সম্পর্ক মানানসই হচ্ছে না। কেননা, ছেলেদের পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ কম এবং মেয়েরা পড়াশোনা করছে। এরপর মেয়েরা যখন বেশি শিক্ষিত হয়ে যায়, তখন তারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রধান্য দিয়ে আহমদী ছেলেদের বিয়ে করার পরিবর্তে উচ্চাকাঙ্খী হয়ে ওঠে এবং নিজেদের চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। অথচ ছোটখাট দুর্বলতা স্বীকার করে নিয়ে সম্পর্ক হতে পারে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই কারণে, খুদ্দামুল আহমদীয়াকে এই দিক থেকেও পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত এবং শিক্ষার দিকে বেশি মনোযোগ সৃষ্টি করুন যাতে বিবাহ সম্পর্কিয় সমস্যাবলীরও সমাধান হয়। আপনাদের কাছে সমস্ত তথ্য থাকা উচিত যে,

কতজন ছাত্র আছে এবং তারা কি কি করছে। ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের তথ্য থাকে, কেননা, স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের সহযোগিতা পাওয়া যায়। কিন্তু নিচু ক্লাসের ছাত্রদের তথ্যাবলী থাকে না। নীচের ক্লাসের ছাত্রদেরকে গাইড করাও আপনাদের কাজ। সেক্রেটারী তালীমের কাজ হল primary থেকে arbiture পর্যন্ত এবং arbiture থেকে university পর্যন্ত প্রত্যেকটি ছাত্রের তত্ত্বাবধান করা। বাল্যকাল থেকেই পড়াশোনার প্রতি রুচি তৈরী করুন এবং উৎসাহ দিন। যে সমস্ত পিতামাতারা শিক্ষিত নন তাদের সন্তানদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারী তালীম, সদর এবং আমলার সদস্যরাও যদি তাদের দিকে মনোযোগ দেন তবে আগামী প্রজন্ম উন্নতি লাভ করবে। কেবল নিজের অবস্থার কথাই চিন্তা করবেন না, বরং পরবর্তী প্রজন্ম সম্পর্কেও চিন্তা করুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি পূর্বেও বলেছি যে, গিলগিট, স্কুর্দ প্রভৃতি অঞ্চলের 'আগাখানি' মেয়েরা উচ্চ শিক্ষিত, তা সত্বেও তারা অল্প শিক্ষিত ছেলেদেরকে এজন্য বিয়ে করছে যাতে তাদের বংশ ধ্বংস না হয়ে যায়। আমাদের মেয়েদেরকেও এই ত্যাগ স্বীকার করা উচিত এবং ছেলেদেরকেও আগের থেকে বেশি পড়াশোনা করানো উচিত। প্রথম কথা হল, আড্ডা ও গল্পগুজবে সময় নষ্ট না করে এখানে পড়াশোনা করার যে সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তা কাজে লাগান। খুদ্দামুল আহমদীয়া এবং তরবীয়ত বিভাগকেও এ ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া উচিত যে, ছেলেদের মধ্যে যে আড্ডা ও গল্পগুজবে বৃথা সময় নষ্ট করার কু-অভ্যাস তৈরী হয়েছে সেগুলি থেকে তাদেরকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে হবে। মেয়েরা ছেলেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, ছেলেরা মেয়েদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এবং ক্রমশঃ সমস্যাগুলি বেড়ে চলেছে। আপনারা যদি যথারীতি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ না করেন, তবে এই সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

এডিশিনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ (একশ মসজিদের পরিকল্পনা)

হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদের বাজেট সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়াবলী জেনে নেওয়ার পর একশ'টি মসজিদ সম্পর্কে জার্মানীর আমীর সাহেবকে নির্দেশ দিয়ে বলেন: আপনারা এই প্রোজেক্টের জন্য অঙ্গ সংগঠনগুলির কাছ থেকেও ঋণ নিয়েছেন এবং তাদেরকে অনেক টাকা ফেরত দিতে হবে। অর্থাৎ এমন পরিস্থিতিতে এখন আপনাদেরকে মসজিদ নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দেওয়া উচিত আর এই মূহুর্তে যে মসজিদগুলি নির্মীয়মাণ অবস্থায় রয়েছে সেগুলির কাজ সম্পূর্ণ হওয়া উচিত।

* আপনাদের সব কিছুই ঋণের উপর চলছে। আপনাদেরকে ঋণ পরিশোধও করতে হবে। এই মূহুর্তে আপনাদেরকে এক বিরাট অর্থ মরকয বা কেন্দ্রকে পরিশোধ করতে হবে। গোটা বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রের অনেকগুলি প্রোজেক্ট চলছে। আপনারা যখন অর্থ সংকুলান করতে পারবেন না তখন এত বেশি খরচের দিকে কেনই বা পা বাড়ান? যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে ততটুকুই করুন। যে জামাতগুলি মসজিদ নির্মাণের জন্য পূর্বেই আর্থিক কুরবানী করেছে, তাদেরকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ছিল। তারা প্রায় পঞ্চাশ-ষাট লক্ষ ইউরো কুরবানী দিয়েছেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: একটি Preference order তৈরী হওয়া উচিত যে, কোন কোন জামাত কত কত অর্থ দিয়েছে, আর যদি কোন বিশেষ কারণে যদি কোথাও মসজিদ নির্মাণ করছেন, তবে সেই জামাতের জানা দরকার যে, তাদেরকে কেন অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এই মূহুর্তে কোথায় কোথায় মসজিদ নির্মীয়মান রয়েছে, কোথায় ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, তার একটি পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করুন। আপনাদের কাছে মজুত অর্থের পরিমাণ কত এবং আপনাদের উপর কতটা ঋণ রয়েছে, আপনারা এক বছরে কতটা পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন, এর রূপরেখা কি- এই সমস্ত বিষয়গুলি কেন্দ্রের কাছে উপস্থাপন করুন। ভবিষ্যতে কিছু সময়ের জন্য সমস্ত কাজ আমার নিজের তত্ত্বাবধানে নিচ্ছি। মসজিদের অনুমোদন, মসজিদের নকশা, মসজিদের জন্য অর্থ- সমস্ত কিছু লন্ডনে এসে মঞ্জুর করিয়ে নিবেন। স্থানীয় জামাতের এবিষয়ে কোন এক্তিয়ার থাকবে না।

* জার্মানীর আমীর সাহেব বলেন, পূর্ব জার্মানী-তে Erfurt এবং Leipzig - এ দুটি মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রশ্নের উত্তরে জার্মানীর আমীর সাহেব বলেন, সেখানে জামাত প্রায় নগণ্য। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যদি সেখানেই জামাতই না থাকে তবে মসজিদ কেন তৈরী করছেন? আমি তো আপনাদেরকে সেখানে মসজিদ তৈরী করতে নিষেধ করেছিলাম। আর আপনারা তো মসজিদ নির্মাণের জন্য অনুমতিও চান নি। এখন আর এমন কোন জায়গায় মসজিদ নির্মাণ হবে না যেখানে জামাত নেই। প্রথমে সেই সমস্ত জায়গাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যেখানে আমাদের জামাত আছে। যেখানে জামাত নেই সেখানে মসজিদ নির্মাণের কোন উদ্দেশ্য কী? যেভাবে পয়গামী জামাত বার্লিনে মসজিদ নির্মাণ করে রেখেছে, আপনারাও সেইভাবেই কেবল প্রতিক হিসেবে মসজিদ তৈরী করতে চাইছেন? এই কারণে অগ্রাধিকার কেবল সেই সমস্ত এলাকাকে দেওয়া হবে যেখানে আমাদের জামাতের সংখ্যা বেশি। পূর্ব জার্মানীতে মসজিদ তৈরী করার যদি কোন পরিকল্পনা থেকে থাকে তা এই মূহুর্তে স্থগিত রাখুন। ভবিষ্যতে মসজিদ, নির্মাণের জন্য অর্থ, এবং পরিকল্পনার যাবতীয় খুঁটিনাটি নিয়ে আমার কাছে আসবেন। কি করতে হবে আর কি করতে হবে না, সে সম্পর্কে আমি সিদ্ধান্ত নিব। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ন্যাশনাল আমলা, লোকাল আমলা এবং প্রবন্ধকদের কাছে মসজিদের বিষয়ে কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। যাবতীয় চাওয়া পাওয়ার বিষয়গুলি আমার কাছে নিয়ে আসুন। সেগুলি সম্পর্কে আমাকে জানান।

* এরপর এডিশিনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ বলেন: মসজিদের জন্য অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে সেটি হল, মসজিদ তৈরীর কাজ আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পর মানুষ বুঝে যায় যে, এই মসজিদটির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এই কারণে তারা চাঁদা দেওয়াতে শিথিলতা দেখা দেয়। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এমন সমস্যা তো প্রায়ই দেখা দেয়। এই কারণে তখনই কাজ আরম্ভ হবে যখন লোকেরা নিজেদের প্রতিশ্রুতির ৯০ শতাংশ দিয়ে দিবে। অন্যথায় কাজই আরম্ভ হবে না।

* এরপর আমলার এক মেম্বার বলেন:অঙ্গ সংগঠনগুলিকে যে লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়, তাদের মধ্যে খুদ্দামুল আহমদীয়া এবং লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র টার্গেট গত বছর থেকে ছাপিয়ে যাচ্ছে এবং দশ লক্ষের বেশি অর্থ সঞ্চয় হচ্ছে। কিন্তু আনসারুল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে কিছুটা দূর্বলতা রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি তো অঙ্গ সংগঠনগুলির বদান্যতা এবং সমর্থন যা তারা আপনাদেরকে দিচ্ছেন। এটি তাদের দায়িত্ব নয়। আমি অঙ্গ সংগঠনগুলিকে একথা বলে টার্গেট দিয়েছিলাম যাতে আপনাদের সাহায্য হয়। অন্যাথায় মসজিদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা তাদের দায়িত্ব নয়। এটা এটি আপনাদের কর্তব্য। আমি আজ যদি খুদ্দামুল আহমদীয়া, আনসারুল্লাহ্‌ এবং লাজনাদেরকে বলে দিই যে, তোমাদেরকে কিছু দিতে হবে না, তখন আপনারা কি করবেন? এই অর্থ সংগ্রহ করা আপনাদের কাজ। একে অপরের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিবেন না। যদি অঙ্গ সংগঠনগুলি আপনাদের সাহায্য করে তবে তা ভাল কথা। কিন্তু সহযোগিতা করার অর্থ এই নয় যে, সমস্ত দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে দিবেন। নিজের কাজ অপরের উপর চাপিয়ে দেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করুন। অঙ্গ সংগঠনগুলি যতটুকু দিচ্ছে তা তাদের দাক্ষিণ্য। তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করুন। আপনাদেরকে দেওয়া তাদের কর্তব্য নয়। যেখানে যেখানে আপনারা মসজিদ নির্মাণ করবেন, সেখানে আপনাদের অর্থ সংগ্রহ করা আপনাদের কর্তব্য।

সেক্রেটারী আমুরে খারজা

* এরপর সেক্রেটারী আমুরে আমা রিপোর্ট পেশ করে বলেন: হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পরিভ্রমণের সময় মসজিদ উদ্বোধন সংক্রান্ত কাজ ছাড়াও আমাদের কাছে দুটি পরিকল্পনা রয়েছে। একটি হল মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং প্রেস কন্‌ফারেন্স করা। এই মুহুর্তে প্রত্যেক জেলায় তবলীগ বিভাগের সঙ্গে প্রেস কন্‌ফারেন্স হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৬৫টি প্রেস কনফারেন্স হয়েছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এত প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে, খুব ভাল কথা। এরপর যথারীতি Follow up হওয়া উচিত। যে সম্পর্ক তৈরী হয় তা বজায়ও রাখুন। দু-এক জায়গায় সুসম্পর্কও রয়েছে, কিন্তু এই সম্পর্কে গভীরতা তৈরী হওয়া উচিত।

সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন

* এরপর সেক্রেটারী তালীম হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রশ্নের উত্তরে বলেন: কার্যত ওয়াকফে আরযীর কোন কাজ হয় নি। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এবিষয়েও কাজ করুন। মজলিসে আমলার যতজন সদস্য রয়েছেন, খুদ্দামুল আহমদীয়া, আনসারুল্লাহ্‌ এবং জামাতের আমলা সদস্যদেরকে আহ্বান করুন যে, সর্বপ্রথম আমলা সদস্যরা যেন স্বয়ং ওয়াকফে আরযি করেন। আপনাদের ন্যাশনাল আমলার সদস্যদেরকেও বলুন ওয়াকফে আরযী করার জন্য। তাদের কাজ তো এখানে বসে থাকা নয়। সবার আগে ঘর থেকে কাজ আরম্ভ করুন, তবে মানুষ অনুপ্রাণিত হবে। গত দুই বছরে কতজন সদর নিজে ওয়াকফে আরযী করেছেন? আপনারা যদি নিজে না করেন, তবে অন্যরা কেন করবে?

সেক্রেটারী ইশাত (প্রকাশনা)

সেক্রেটারি ইশাত রিপোর্ট পেশ করে বলেন: এই বছরের মধ্যে পনেরোটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলি হল- কুরআন করীম (জার্মান অনুবাদ), নামাজ অনুবাদসহ, ওয়াকফে নও-এর পাঠক্রম, কিশতিয়ে নূহ, ইসলামী নীতি দর্শন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি পুস্তকাবলির অনুবাদ।

তরবীয়ত বিভাগ নও মুবায়েন

* হুযুর আনোয়ার (আই.) জিজ্ঞাসা করেন যে, এবছর ১২৬ টি বয়াত হয়েছে। অনুরূপভাবে গত দুই বছরে যতগুলি বয়াত হয়েছে সেই সমস্ত নও মুবায়েনদেরকে মূলধারার অংশে পরিণত করার জন্য আপনারা কি করেছেন? তাদের মধ্যে আপনরা কতজনের সঙ্গে স্থায়ী যোগাযোগ রেখেছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটারী তরবীয়ত বলেন, মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে আমাদের কাছে কোন রিপোর্ট নেই, কিন্তু পুরুষদের মধ্যে ৫৯ জন আরব নও

মোবায়েনদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে। আমরা এখানে আরব ডেস্ক তৈরী করেছি যার ইনচার্জ হলেন হাফীযুল্লাহ্ ভরোনা সাহেব। তিনি আমাকে নিয়মিত রিপোর্ট দেন। হুযুর বলেন: মহিলাদের সম্পর্কেও আপনার কাছে তথ্য থাকা উচিত। আপনি লাজনাদের কাছ থেকে রিপোর্ট নিন যে, তাদের মধ্যে কতজন মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে এবং কতজনের সঙ্গে যোগাযোগ নেই? যদি আপনাদের কাছে রিপোর্ট না থাকে তবে তাদেরকে জামাতের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে কিভাবে যুক্ত রাখতে পারবেন? নও মুবায়েন পুরুষ ও মহিলা উভয়ের তরবীয়তের দায়িত্ব আপনার। আপনি যদি নওমোবায়েনদের তরবীয়তের জন্য কোন পরিকল্পনা তৈরী করে থাকেন তবে তা লাজনাদেরকেও দেওয়া উচিত যাতে লাজনারাও এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে পারে। এই পরিকল্পনা লাজনাদের দ্বারাই তো বাস্তবায়িত হবে, কিন্তু সেই পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদেরকে অবগতও করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, যে জামাতগুলিতে নও মোবায়েন সেখানে আপনি কি নিজেও পরিদর্শনে যান এবং ব্যক্তিগতভাবে লোকের সঙ্গে সাক্ষাত করেন? সেক্রেটারী তবলীগ বলেন: কয়েকটি জামাতের পরিদর্শনে গিয়েছি। হুযুর বলেন: অধিকাংশ জামাতে আপনাকে পরিদর্শনে যাওয়া উচিত এবং নও মোবায়েনদের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত। নওমোবায়েনদের জ্ঞানে থাকা উচিত যে আপনি তাদের তরবীয়ত সেক্রেটারী। কিন্তু কেবল জামাতের নওমোবায়েন সেক্রেটারীদের উপরই নির্ভর করে থাকবেন না, বরং আপনার নিজেরও তাদের সঙ্গে স্থায়ী যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। এইভাবেই আপনি তাদের উত্তমরূপে তরবীয়ত করতে পারবেন।

এরপর সেক্রেটারী তবলীগ বলেন, অনেক জার্মান আহমদী মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে বয়াত করেন এবং যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন তারা সম্পর্ক রাখে, কিন্তু বিয়ের পর পিছু হটে যায়। এমন মানুষদের কি বিয়ের অনুমতি দেওয়া উচিত? হুযুর আনোয়ার বলেন: কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে বিয়ের অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সেই অনুমতি আমি নিজেই দিয়ে থাকি। কিন্তু আপনাদের কাজ হল এমন মানুষদের তরবীয়ত করা। আপনারা এদের তরবীয়তের কাজ অব্যাহত রাখুন। তাদেরকে সূরা ফাতিহা এবং ইসলামের প্রাথমিক বিষয়গুলির শিক্ষা দিন। অনুরূপভাবে লাজনাদের মাধ্যমে সেই বিবাহিত মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষন করুন যে, এখন আপনার দায়িত্ব হল তাকে ইসলামের বিষয়ে শিক্ষা দান করা এবং জামাতের অংশে পরিণত করা।

এডিশিনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও

এডিশিনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও বলেন, তাঁর দায়িত্ব হল ওয়াকফীনে নওদের কেরিয়ার প্ল্যানিং এবং কোচিং করা। এই কাজটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। সপ্তম শ্রেণী থেকেই আমরা কাজ আরম্ভ করে দিই। এর জন্য আমরা মেন্টর সিস্টেম তৈরী করেছি। .....একজন ইউনিভার্সিটিতে পাঠরত ওয়াকফে নও একাদশ শ্রেণী থেকে ত্রয়োদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঁচজন ছাত্রকে গাইড করবে এবং ব্যক্তিগতভাবে কোচিং করবে। হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি ভাল কথা যে, আপনারা তাদের দল গঠন করেছেন। কিন্তু আমি এও দেখেছি যে, ইউনিভার্সিটিতে এমন ওয়াকফীনে নও ছাত্রদের শতাংশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে যারা ইউনিভার্সিটিতে সাম্মানিক সহকারে স্নাতক ডিগ্রি নেওয়ার জন্য ভর্তি হয়। দুবছর পড়ার পর ফেল হতে থাকে এবং বলে আমরা অন্য কোন বিষয় নিয়ে পড়তে চাই। এমন ছাত্রদেরকে যদি মেন্টর বা পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত করেন তবে যাদের এরা পরামর্শদাতা হবে তাদের পরিণতিও সেই একই হবে। এই জন্য প্রথমে পরীক্ষনীরিক্ষা করে দেখে নিন যে, আপনি ইউনিভার্সিটির ছেলেদের মধ্য থেকে কোচিং ও কাউন্সিলিংয়ের যে টিম তৈরী করছেন তা এমন ছাত্র সংবলিত হওয়া উচিত যারা মেধাবী হওয়ার পাশাপাশি নিজের বিষয়ের পূর্ণ তথ্য দিতে সক্ষম। এছাড়াও আমি বলেছিলাম যে, বাইরের বিশেষজ্ঞদেরকে নিয়েও বছরে দুই একবার একাদশ বা দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য সেমিনারের আয়োজন করতে পারেন। এরজন্য আপনাদেরকে হয়তো অর্থব্যয়ও করতে হতে পারে। কিন্তু অনেকে সাগ্রহে ও সানন্দে কোন পারিশ্রমিক না নিয়েও কাউন্সিলিংয়ের জন্য সম্মত হয়ে যান।

সেক্রেটারী ওয়াকফে নও বলেন: ইউনিভার্সিটিতে আমাদের দুইশ বত্রিশ জন ওয়াকফীনে নও ছাত্র রয়েছে। এর জন্য আমরা বিভিন্ন সিরিজ তৈরী করছি। এখনও পর্যন্ত আমরা আঠারোটি সিরিজ তৈরী করেছি যাতে ছাত্রদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় থাকে এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পরের কাছ থেকে লাভবান হতে পারে।

সেক্রেটারী জায়েদাদ (বিষয়-সম্পত্তি)

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটারী জায়েদাদ বলেন: পুরো দেশে জামাতের ৭৭ টি অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে। সেগুলির রেকর্ড ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র জায়েদাদ বিভাগের কাছে রক্ষিত আছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বায়তুল আফিয়াতের বিষয়ে আমি শুনেছি যে, সেখানে কিছু পরিবর্তন করছেন এবং বড় হলঘরটিতে একাধিক ছোট ছোট কামরায় বিভক্ত করছেন। এতে লাভ কি হবে? যদি পরবর্তীকালে কোন সময় সেখানে নামায পড়ার অনুমতি পাওয়া যায় তখন এই জায়গাটি ব্যবহার করা যাবে না। এর উত্তরে সেক্রেটারী সাহেব বলেন: কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হল, সেখানে সীমিত সংখ্যায় অনুমতি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু আপনাদের নীচের তলাটিতে অনেক বেশি জায়গা আছে। হলটি বড় হওয়ার কারণে সেটিকে ছোট করা হয়েছে। হুযুর বলেন, আপনাদের উচিত ছিল সেখানে বড় বড় কামরা বানানো। আপনাদেরকে এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হত যে, যদি ভবিষ্যতে কখনো ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দেয় তবে সে কাজ যেন অনায়াসে হতে পারে। যদি তিন-চার হাজার মানুষ এখানে জুমা পড়তে চলে আসে, তবে সেখানে দুই হাজারের কাছাকাছি যেন বায়তুল আফিয়াতে স্থান সংকুলান হয়। এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হত যাতে অন্ততপক্ষে দুই হাজার মানুষের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

সেক্রেটারী সাহেব বলেন, সবার উপরের তলাটি একটি টিভি চ্যানেল ভাড়ায় নিয়েছে। কিন্তু এটি আঠারো মাসের প্রত্যার্পনযোগ্য চুক্তি।

হুযুর বলেন: ঠিক আছে, সেই চুক্তি শেষ করা তো সম্ভব। কেননা, আমরা এই বিল্ডিং ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে তো আর নিই নি।

আমীর সাহেব জার্মানী বলেন: কাউন্সিল বলেছিল, এখানে বিরাট আকারের সমাবেশ বা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে না। কেননা, এর হলঘরটি গুদামের জন্য বানানো হয়েছে। এটি অধিবেশন কক্ষ নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কিন্তু সেক্রেটারী জায়েদাদ সাহেবের বক্তব্য অনুসারে যদি পার্কিং ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির সমাধান করে নেওয়া যায় তবে হয়তো সমাবেশের জন্য অনুমতি পাওয়া যেতে পারে। এই জন্য এটি বিবেচনাধীন বিষয়। যাইহোক অনুমতি পাওয়া যাক বা না যাক, এখন আপাতত এমনভাবেই থাকতে দিন যাতে ভবিষ্যতে ব্যবহার করা যায়। এর আরও পার্টিশন দিয়ে কোন লাভ নেই। দু-এক বছরে সম্ভবত অনুমতি পাওয়া যাবে। হয়তো ছোট আকারে অনুষ্ঠান করার অনুমতি পাওয়া যেতে পারে বা কোন জরুরী অবস্থায় এটি ব্যবহার করতে হল। আমি একথা বলছি না যে, সব সময় ব্যবহার করতে হবে। অন্ততপক্ষে আনসারুল্লাহ্‌র মজলিস দুই তিনশ মানুষের কোন অনুষ্ঠান সেখানে করতে পারেন। অনুরূপভাবে লাজনারাও কোন কোন ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন সেখানে করতে পারেন। আর যখন অনুমতি পাওয়া যাবে তখন জুমা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানেও তা ব্যবহার করা যাবে।

এডিশিনাল সেক্রেটারী আমুরে খারজা

এডিশিনাল সেক্রেটারী আমুরে খারজা বলেন: ভিসা সম্পর্কিত বিষয়াদির দায়িত্ব তাঁর উপর দেওয়া হয়েছে। হুযুর বলেন: সারা পৃথিবীর আহমদীরা ভারতের জন্য ভিসা পেয়ে যান, কিন্তু এখানে জার্মানীর আহমদীদের জন্য সমস্যা দেখা দেয়। সেক্রেটারী সাহেব বলেন: যারা দিল্লী, অমৃতসর এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের জন্য ভিসার আবেদন করেছিলেন তারা সকলেই ভিসা পেয়ে গেছেন কিন্তু যারা ওয়াঘা বর্ডার দিয়ে ভারত যেতে চেয়েছেন তারা কারণবশতঃ ভিসা পান নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের উচিত জামাতে বিজ্ঞপ্তি জারি করা যে, যারা ভবিষ্যতে কাদিয়ান যেতে ইচ্ছুক তারা যেন অমৃতসর বা দিল্লীর রাস্তা হয়ে নিজেদের সফরের পরিকল্পনা করেন। অন্যথায় ভিসা পেতে অসুবিধা হবে। কেননা মানুষ যখন অভিযোগ নিয়ে আসে তা সম্পূর্ণ অন্যভাবে হয়ে থাকে। এই কারণে আপনারাও স্পষ্টীকরণ দিয়ে রাখুন। এম্বেসীর সঙ্গে আপনাদের স্থায়ী যোগাযোগ থাকা উচিত। তাদেরকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করে নিন যে, জলসার ভিসার জন্য কি কি শর্ত আছে? যে যে শর্ত তারা উল্লেখ করেন, সেই অনুসারে জামাতের সদস্যদের আগে থেকেই পথ দেখান। অনুরূপভাবে ওকালত তামীল ও তানফীয-এর মাধ্যমে কাদিয়ান থেকেও তথ্যাদি সংগ্রহ করুন যে, তা কিসে সুপারিশ করে। তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় থেকে তথ্য নিয়ে বলে দেয়। কিন্তু এই সমস্ত কাজ এখন থেকেই শুরু হয়ে যাওয়া উচিত যাতে মানুষ যখন ভিসার জন্য আবেদন করবে তখন জামাতগুলিকে সার্কুলার দিন যে, এই শর্তাবলী পূর্ণ করে ভিসার জন্য আবেদন করুন, এবং সাকুলার ফলোআপও করুন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে পৌঁছেছে কি না। সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারী আমুরে খারজাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, তারা প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে সার্কুলার বিজ্ঞপ্তি পৌছে দিয়েছে কি না। বিভিন্ন মাধ্যমে জেনে নিতে পারেন। যেখানে যেখানে মুরুব্বী আছেন সেখানে মুরুব্বীদের কাছে জেনে নিন যে, তাঁর জামাতে এই বিজ্ঞপ্তি পৌঁছেছে কি না। যাতে পরে আপনার উপর কোন অভিযোগ না আসে। কোন অভিযোগ এলে তাদের উপরেই যেন আসে।

সেক্রেটারী ওয়াকফে নও

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি জানতে পেরেছি যে, কিছু শিক্ষিত ছেলে, মেয়ে, যাদের বয়স কুড়ি একুশ বছর, তারা বলতে শুরু করেছে যে, আমাদের অনেক জ্ঞান, তাই এখন আমাদের সিলেবাস পড়ার প্রয়োজন নেই। এই কারণে একুশ বছর পর্যন্ত যে সিলেবাস বা পাঠক্রম তৈরী করা হয়েছে তা প্রত্যেককে পড়ান। যারা পড়ে

নিয়েছে তাদেরকে পড়ার জন্য অন্য বই দিন এবং তাদেরকে অমুক অমুক বই পড়ার জন্য রিকমেন্ড করুন। জাগতিক জ্ঞান অর্জন করে জ্ঞান নিয়ে অত অহংকার থাকা উচিত নয়।

সার্বজনীন নির্দেশনা

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি সদর এবং আমলা সদস্যদের উদ্দেশ্যেও বলতে চাই যে, আপনারা নিজেদেরকে ধর্মের সেবক মনে করুন এবং ধর্মের সেবক হিসেবেই কাজ করুন, পদাধিকারী মনে করে কাজ করবেন ন। পদাধিকারী বা কর্মকর্তা হওয়ার যে ধারণা মনে সৃষ্টি হয়, তার ফলে জামাতের সদস্যদের মধ্যে অভিযোগ দানা বাঁধে। আপনারা সকলের সেবক। প্রত্যেকের কাছে আপনাদেরকে যেতে হবে এবং তাদের সমস্যার সমাধান করতে হবে। নিম্নস্তরেও এই ব্যবস্থাপনা এই জন্য তৈরী হয়েছে যাতে প্রত্যেকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা হয়। এইভাবেই ক্রমপর্যায়ে আঞ্চলিক, জাতীয় স্তর, বা কেন্দ্র এবং খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখুন। প্রশাসনিক বা তরবীয়তী বিষয়াদি এবং জামাতের অনুষ্ঠানাদির জন্য আপনাদেরকে মানুষের কাছে নিজে যেতে হবে। মানুষ আপনাদের কাছে নিজে থেকেই আসবে ভেবে অপেক্ষায় বসে থাকবেন না। সেক্রেটারী মালদেরকেও সর্বত্র সক্রিয় করে তুলুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বিশেষ করে মুরুব্বীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। অনেক সময় এই অভিযোগও আসে যে, মুরুব্বীদের যতটুকু সম্মান প্রাপ্য, আপনারা তাদেরকে তা দেন না। মুরুব্বীগণ এখানকার জামেয়া উত্তীর্ণ ছাত্র হোক বা তারা অল্পবয়সী হোক, তাদের মুরুব্বীর পদমর্যাদা রয়েছে। তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, যত্নবান হওয়া, যদি আপনাদের জামাতে নিযুক্ত থাকে তবে তার চাহিদাবলীর প্রতি যত্ন থাকা আপনাদের কর্তব্য। যদি কোন বিষয় আপনাদের দ্বারা না হয়ে ওঠে তবে আমীর সাহেবকে লিখুন বা আমীরের মাধ্যমে কেন্দ্রে লিখে পাঠান। যাই হোক আমরা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আপনাদের বা কোন পদাধিকারের কোন মুরুব্বীর সঙ্গে এমনভাবে কথা বলা উচিত নয় যা তাঁর সম্মান ও সম্ভ্রমে আঘাত হানে। প্রত্যেকে যেন আবশ্যিকভাবে এবিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অনুরূপভাবে জাতীয় স্তরে যখন বিভিন্ন বিভাগ মিলে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তখন তা আমলার সদস্যদের দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিন। আমলার সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার করার পরই বাস্তবায়িত করুন। অনেক সময় নতুন নতুন পরামর্শ এসে থাকে। একা একা কাজ করার অভ্যাস ঝেড়ে ফেলুন। স্থানীয় জামাতের সদস্য এবং পদাধিকারীদের মধ্যেও এই চেতনা তৈরী হওয়া উচিত যে, ন্যাশনাল আমলা আমাদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য গঠন করা হয়েছে, শুধু নিজেদের কর্তৃত্ব দেখানোর জন্য নয়।

* আমি পূর্বেই স্পষ্ট করেছি যে, ন্যাশনাল আমলার সদস্যগণ, সদর এবং তাদের আমলা সদস্যরাও একথা স্মরণ রাখুন আপনারা কোন সর্দার বা প্রশাসক নন, আপনারা হলেন খাদেম বা সেবক। কাজ করতে হলে এই প্রেরণা নিয়ে কাজ করুন। আর তা না করতে চাইলে অব্যহতি চেয়ে নিন। নিজেদের মধ্যে বিনম্রতা সৃষ্টি করুন। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে বলেছিলেন: তোমার বিনয়ভাব আমার পছন্দ হয়েছে।' বস্তুতঃ বিনয়ই আপনাকে প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী করে তোলে এবং আপনার সম্মানকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে। আপনার প্রকৃত সম্মান তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন বিনয়ী হবেন। অহংকার এবং দাম্ভিকতার দ্বারা সম্মান লাভ হয় না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: নিজের মনে সকলের কাছে নিকৃষ্টতর হও। হয়তো এরই মাধ্যমে খোদার দরবারে প্রবেশাধিকার মিলবে।

আমরা হলাম একটি ঐশী জামাত। আমরা কোন জাগতিক দল নই। অতএব আমরা যদি ধর্মীয় বা ঐশী জামাত হয়ে থাকি তবে সেই কাজই করতে হবে যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল (সা.) আদেশ করেছেন এবং এই যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে প্রত্যাশা রেখেছেন। আমি পদাধিকারীদেরকে খুতবার মাধ্যমে মাঝে মাঝে মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকি। একথা মনে করবেন যে, সেগুলি অমুক অমুক পদাধিকারীদের জন্য ছিল। যদি প্রত্যেকে মনে করে যে, সেগুলি আমাদের জন্য ছিল তবে নিজে থেকেই সংশোধনের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হতে থাকে। আপনারা এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করে দেখুন। এরফলে জামাতের সদস্যদের আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। অনেক যুবক বলে থাকে যে, কিছু পদাধিকারীরা, বিশেষ করে যারা বয়স্ক, অনেকে কম বয়স্কও আছেন, তাদের আচরণ ও ভাবগতি এমন যার কারণে আমরা দূরে সরে গেছি। সমস্যাবলীকে প্রেম-ভালবাসার মাধ্যমে দূর করা আপনাদের কাজ। দাপট বা শক্তি প্রদর্শন করে সেগুলির সমাধান খোঁজা আমাদের কাজ নয়। আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.) কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, বিনম্রতা এবং প্রেমপূর্ণ কথা বল এবং তাদের কাছে পরামর্শ নাও। অতএব, আপনি এবং আমি দাপট দেখানোর কে? সমস্ত কাজ করতে হবে। কিন্তু ভালবাসা দিয়ে। কিন্তু আপনি যদি দেখেন জামাতের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে বা তার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে, তবে রিপোর্ট করুন। এরপর মরকয বা যুগ খলীফার কাজ হল সেই বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা, আর তারা এই কাজ সফলতাপূর্বক করে থাকেন। আপনাদের দায়িত্ব সেখানেই শেষ হয়ে যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ন্যাশনাল আমলার সদস্যরা এই বিষয়টির প্রতিও দৃষ্টি রাখুন যে, অনেক সময় আমি যখন কোন বিষয়ে তদন্ত করাই তখন আমলার সদস্যরা একথা বলে বসেন যে, আমি লোকের কথা শুনে তা মেনে নিই। আমি যদি লোকের কথা শুনে তা মেনেও নিই তবে তা কোন অপরাধ নয়, বরং এমনটি করা বৈধ। প্রথম কথা হল, যখন একই কথা বিভিন্ন লোকের মাধ্যমে জানা যায় তখন সেই কথার অবশ্যই সত্যতা থাকে। কেবল আপনারাই সঠিক এবং সারা পৃথিবী ভুল-এমনটি হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)-কেও একথা বলেছেন। সূরা তওবাতে তিনি বলেন: লোকেরা আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে বলে ,এঁর কান আছে।' অর্থাৎ লোকের কথা শোনে। অতএব, আমি যদি লোকের কথা শুনে থাকি, তবে সেটি আল্লাহ্র অনুগ্রহ যে, আঁ হযরত (সা.)এর সুন্নতের উপর আমল করছি। কিন্তু আমি কারো ক্ষতি করার জন্য এমনটি করে না, বরং জামাতের স্বার্থেই এমনটি করি। আল্লাহ্ তা'লাও সেখানে একথা বলেছেন যে, তুমি লোকেদের বলে দাও যে, তোমার যদি কান থাকে তবে তা মানুষের ক্ষতি বা কোন ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্য নয়, বরং জামাতের উন্নতি। আমি কেবল জামাত এবং আপনাদের সংশোধন হওয়া দেখতে চাই। শুধু এতটুকুই নয়, বরং যখনই আমি একথা বলি, তখন আমি নিজেও অনেক ইসতেগফার করি। তাই কেউ যদি আমার সম্পর্কে বলে যে, আমার কান আছে, তবে তা আমার জন্য খুবই ভাল কথা। আমি তো সুন্নত পালন করছি এবং আল্লাহ্ তা'লা এর প্রশংসা করেছেন। কিন্তু ভয়ের কথা আপনাদের জন্য বা সেই সমস্ত লোকের জন্য যারা এমন চিন্তাধারা পোষণ করে, কেননা, মুনাফেক বা কপটদের সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে। কপটরাই এমন কথা বলে থাকে। আপনারা যদি সঠিক অর্থে বয়াতের অঙ্গিকার পালনকারী হতে চান, তবে এমন দুষিত চিন্তাধারা নিজেদের মন থেকে বের করে দিন। এখানে কারো নাম উচ্চারণ করা আবশ্যক নয়, আর আমি কারো নাম উচ্চারণও করব না, কিন্তু যে ব্যক্তি একথা বলেছে, তার জন্য বড়ই উদ্বেগের বিষয়। মানুষ যদি পদাধিকারীদের বিষয়ে কোন অভিযোগ করে, অনেক সময় ভুল অভিযোগও করে থাকে, তাদের বিষয়ে আমি তদন্ত করি। যদি কোন কেন্দ্রীয় পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে আর আমি সে বিষয়ের তদন্ত করি, তবে কে অভিযোগ করল, কেনই বা করল-এসব কথা চিন্তা করা আপনাদের কাজ নয়। আপনাদের কাজ হল সংশোধন করা, অন্যথায় ঐ সকল লোকেদের অন্তর্ভুক্ত হবেন যাদের সম্পর্কে এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। আমার জন্য এটি সম্মানের বিষয় যে, আমি আল্লাহ্র সেই নির্দেশ পালন করছি যা তিনি আঁ হযরত (সা.)-কে দিয়েছেন। আর এই আদেশ পালন করা সুন্নত। কিন্তু আপনাদের জন্য এটি ভয়াবহ বিষয়, কেননা, এখানে মুনাফিক বা কপটদের উল্লেখ করা হচ্ছে। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করুন, অন্যথায় নিজের ক্ষতি করে বসবেন। আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে উন্নতি দান করবেন এবং অবশ্যই উন্নতি হবে। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা জামাত বিস্তার লাভ করবে। কিন্তু যদি আপনারা নিজেদের সংশোধন না করেন, তবে আপনাদের স্থান অপর জাতি দখল করে নিবে। তাই কে কি লিখল আর কেন লিখল, সেসব কথা ছেড়ে দিন। যদি কোথাও কোন ত্রুটি থাকে তবে তার সংশোধন হওয়া উচিত। যদি ভুল -ত্রুটি না থাকে তবে তা স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত। আমার কাছে দশ জায়গা থেকে কোন কথা পৌঁছালে তবেই আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি। দু-একটি অভিযোগ এলে আমি জিজ্ঞাসাও করি না। এছাড়া নাম-ঠিকানা বিহীন অভিযোগপত্রের জন্যও আমি কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করি না। হুযুর আনোয়ার বলেন: মানুষের মধ্যে এমন উপলব্ধি সৃষ্টি হওয়া যে, কর্মকর্তারা তো বলে থাকে যে, যুগ খলীফা লোকের কথা শুনে মেনে নেন-এই সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া বড়ই উদ্বেগের বিষয়। আমি লোকের কথা শুনে মেনে নিই বা না নিই, কিন্তু আপনাদের কাজ হল বয়আতের অঙ্গিকার রক্ষা করতে পূর্ণ আনুগত্যের নিদর্শন দেখানো।

কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর

এরপর সেখানে উপস্থিত কয়েকজন সদর হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে কিছু প্রশ্ন করার অনুমতি চান। হুযুর আনোয়ার (আই.) সদয় হয়ে অনুমতি প্রদান করেন।

*সর্বপ্রথম ভিসবাদন জামাতের সদর বলেন, হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৪ সালে আমাদের মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। সেখানে সাড়ে সাত লক্ষ ইউরো দিয়ে মসজিদের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছিল যার মধ্যে ছয় লক্ষ ইউরো স্থানীয় জামাত সংগ্রহ করেছিল। অনুরূপভাবে মসজিদ নির্মাণের জন্য দুই লক্ষ ইউরোর প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল, সেগুলিও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আগামী কাল ঠিকাদারের সঙ্গে জায়েদাদ বিভাগের মিটিং হবে। হুযুর আনোয়ার আজকে বলেছেন, এই ধরণের সমস্ত কাজের মঞ্জুরীর জন্য মরকযে যেতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সেক্রেটারী জায়েদাদকে বলেন: যদি কাল ঠিকাদার আসে এবং সমস্ত কথাবার্তা হয়ে থাকে, তবে ঠিক আছে, সমস্ত কিছু ভাল করে একবার দেখে নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করে নিন। অনুরূপভাবে যে সমস্ত জায়গায় ঠিকা সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 2 Thursday, 5 Oct, 2017 Issue No. 40

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

এবং প্রোজেক্ট চলছে, সেগুলিকে সেভাবেই চলতে দিন। কিন্তু অন্যান্য জায়গায় যেখানে ঠিকা দেওয়া হয় নি এবং স্বাক্ষরাদি সম্পাদিত হয় নি বা কাজ পরের স্তরে উত্তীর্ণ হয় নি, সেই সব প্রোজেক্টগুলি আমাকে দেখাবেন। কিন্তু যেগুলি এই মূহুর্তে নির্মাণাধীন এবং মসজিদের যে সমস্ত ঠিকা সংক্রান্ত চুক্তি পত্র রয়েছে তা বিস্তারিতভাবে আমাকে জানাবেন।

*এরপর এক বন্ধু প্রশ্ন করেন: আমি রাবোয়াতে নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। যদি আমি এদের সঙ্গে খিদমত করার সুযোগ পাই এবং এঁরা যদি চান তবে আমি পাঁচ শতাংশ কম রেটে এই কাজ করে দেওয়ার জন্য সাহায্য করতে পারি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনি এদেরকে পরামর্শ দিন। এরপর তারা বিবেচনা করে দেখবেন যে, আপনাকে কাজের অন্তর্ভুক্ত করবেন না কি পরামর্শদাতা হিসেবে রাখবেন। আপনার যা কিছু পরিকল্পনা আছে সে সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করুন। সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে মসজিদে কেবল ফু দিলে তো আর পাঁচ শতাংশ কম হয়ে যাবে না। তাই আপনার কাছে যা কিছু পরিকল্পনা আছে সেগুলি তাদেরকে দিন। যদি সেগুলি গ্রহণযোগ্য হয় তবে তারা বিবেচনা করে দেখবেন। আর যদি আরও তথ্যের প্রয়োজন পড়ে তবে তারা আপনাকে বলবেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) সেক্রেটারী জায়েদাদকে বলেন: আপনারাও এমন মানুষের সন্ধান করুন যাদের কাছে technical skill আছে। আর যদি কেউ কোন পরামর্শ দেয় তবে তাও গ্রহণ করুন। পরামর্শ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন, পরামর্শ নেওয়ার অভ্যাস খুব কম দেখছি।

*এরপর স্টেইনবার্গ জামাতের সদর সাহেব বলেন, হুযুর আনোয়ার (আই.) পূর্ব জার্মানীতে এরফুর্ট জামাতে নির্মাণাধীন মসজিদ সম্পর্কে যা কিছু বলেছিলেন তার জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করেছি এবং গোটা বিশ্বে এর প্রচার হয়েছে।

হুযুর আনোয়াার (আই.) বলেন: সেখানে চারজন মানুষ রয়েছেন। অন্য বড় জামাতগুলিকে বাদ দিয়ে সেখানে মসজিদ তৈরী করার প্রয়োজন নেই।

*এরপর অগসবার্গ জামাতের সদর সাহেব বলেন: হুযুর আনোয়ার আমাদের জামাতের মসজিদ উদ্বোধন করে দিয়েছেন। এখন সেখানে মুবাল্লিগ পাঠানোর আবেদন করছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা মুবাল্লিগও পেয়ে যাবেন। আপনারা নিজের জামাত থেকেও ছেলেদেরকে জামেয়াতে পড়তে পাঠান। প্রথমে সেই জামাতগুলি মুবাল্লিগ পাবে যারা নিজেদের জামাত থেকে ছেলেদেরকে জামেয়াতে পড়তে পাঠিয়েছে।

এক জামাতের সদর সাহেব বলেন: যে সমস্ত স্থানে মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে, সেখানে মুরুব্বীদের জন্য কোয়ার্টারও তৈরী করে দেওয়া হোক। হুযুর বলেন, যদি বাজেট পর্যাক্ত থাকে, তবেই কোয়ার্টার নির্মাণ হতে পারে। অন্যথায় ভাড়ায় কোন ঘর নিয়ে নিন। অনেক জায়গায় একটি কামরা তৈরী হয়ে যায়। সেখানে ছোট পরিবারের মুবাল্লিগদেরকে পাঠানো যেতে পারে, যাদের পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া কেউ নেই।

* এক জামাতের সদর বলেন: আমাদের আমলাদের কিছু খুদ্দাম সদস্য খুব ভাল কাজ করে, কিন্তু তাদের উপর অঙ্গসংগঠনেরও দায়িত্ব এসে পড়ে। এই কারণে সদর জামাত অনেক সময় সমস্যায় পড়েন।

হুযুর আনোয়ার বলেন:সবার প্রথমে তো জামাতের কাজই হয়ে থাকে। জামাতের কাজ অগ্রাধিকার পায়। এরপর যে অতিরিক্তি সময় থাকে, সেই সময়ে খুদ্দামরা নিজেদের কাজ করুক। আপনি সদর খুদ্দামুল আহমদীয়াকে লিখে দিতে পারেন যে,যদি কোন বিশেষ বাধ্যবাধকতা না থাকে তবে, তার স্থানে অন্য কাউকে সেই দায়িত্ব দিয়ে দিন। কারণ এদের দিয়ে আমরা কাজ নিতে চাই, এরা আমাদের কাজে আগে থেকেই নিয়োজিত আছেন বা তাদের কাছে অমুক অমুক জামাতীয় পদ রয়েছে। তাই এদের দিয়ে অন্য কোন কাজ না নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। হুযুর আনোয়ার বলেন: কাজের লোক তো খুব কমই থাকে আর কাজ সবসময়ই বেশি থাকে। তাই আমাদেরকে এই বিষয়টির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। আমিও এক সঙ্গে তিন জায়গায় কাজ করেছি। জামাতীয় কাজ ছাড়াও খুদ্দামুল আহমদীয়া এবং অন্যান্য সংগঠনের কাজও করেছি। এটি তো সাহসের কাজ। কিন্তু এখানে যেহেতু নিজের কাজও করতে হয়, অনেক সময় কাজ থেকে ফিরতে দেরী হয়ে যায়- ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন, ফলে অতিরিক্ত কাজ করতে পারেন না। তাই বিশেষ কোন ব্যক্তি যার দ্বারা কাজ নেওয়ার কথা ভেবে রেখেছেন, তার সম্পর্কে খুদ্দামুল আহমদীয়াকে লিখে জানাতে পারেন। কিন্তু সর্বোপরি কোন না কোনভাবে মানিয়ে তো নিতেই হবে।

(ক্রমশঃ....)

দুইয়ের পাতার পর.....

অতএব আমরা যেন এমন ভ্রান্ত ধারণার শিকার না হই যে, ইহজাগতিক ধন-সম্পদ পরকালেও উপকারে আসবে। সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান এবং সফল যে, এই নশ্বর সম্পদকে খোদার পথে উৎসর্গ করে বিনিময়ে সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহের অবিনশ্বর সম্পদ ক্রয় করে নেয় এবং এমন প্ররোচনার ফাঁদে কখনো পা দেয় না যে, এই পথে সম্পদ ব্যয় করলে সম্পদ ক্ষয় হয়। বস্তুতঃ খোদার পথে ব্যয় করলে ক্ষয় হয় না, বরং তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর ফার্সি পঙক্তিতে বলেছেন-

খোদার পথে সম্পদ ব্যয় করে কেউ কখনো গরীব হয়ে যায় না। মানুষ যদি তাঁর পথে উদ্যম ও সাহসিকতা নিয়ে ব্যয় করে তবে খোদা তার সহায় হন।

দয়াবান ও কৃপালু খোদার জান্নাতের অভিলাষী প্রত্যেক বান্দার কর্তব্য হল তাঁর প্রতিশ্রুতির উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে আর্থিক কুরবানীর জন্য সকল ক্ষেত্রে এমনভাবে আগুয়ান হওয়া যেন, এই জীবনেই খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এই সুসংবাদ লাভ করে-

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ○ وَادْخُلِي جَنَّتِي ○

(আল-ফজর: ৩০-৩১)

অর্থাৎ তুমি আমার বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ কর, এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন।

****

খুতবার শেষাংশ.....

খাবার সম্পর্কেও অভিযোগ আসতে থাকে, প্রথম দিন সংখ্যা অনুসারে খাবার রান্না করা সম্ভব হয় নি, পরের দিন ভাল ব্যবস্থা করা উচিত ছিল. কিন্তু তরকারী শেষ হয়ে যায় আর জরুরী ভিত্তিতে যে ডাল রান্না হয়ে থাকে, অনেকে তাই খেয়েছে। এ দিকেও পুরো মনোযোগ দেওয়া উচিত। ভালো পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা সকল কর্মীকে তৌফিক দিন এই ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের। এই সফরে একটা মসজিদের উদ্বোধন করারও সুযোগ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অতিথিদের

একের পাতার পর.....

না তবে ইহার উত্তরে বলিব যে, আজ পর্যন্ত কুরআনের মোকাতেয়াত (সংক্ষিপ্ত)-এর অর্থ ব্যক্ত করা হয় নাই। কে জানে طٰهٰ -এর কী অর্থ! এবং نٓ- এর অর্থ কী, كٓهٰيٰعٓصٓ-এর কী অর্থ! এবং سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ- (সূরা আল কমরঃ) আয়াত ৪৬) সম্পর্কে হাদীসে বলা হইয়াছে, আঁ হযরত (সা.) বলেন, আজ পর্যন্ত আমি ইহার অর্থ জানি না। ইহা ছাড়াও তিনি বলেন, আমাকে এক থোকা বেহেশতি আঙ্গুর দিয়া বলা হইল যে, ইহা আবুজাহলের জন্য। যতদিন পর্যন্ত না তাহার পুত্র ইকরামা মুসলমান হইল ততদিন পর্যন্ত ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। আমাকে হিজরতের স্থান সম্পর্কে বলা হইল। কিন্তু আমি বুঝিতে পারি নাই যে, উহা মদিনা। মোট কথা আল্লাহ্‌র সুন্নত সম্পর্কে অনবহিত থাকারও দরুনই হৃদয়ে এইরূপ আপত্তির উদ্ভব হয়।

৬৩ নং নিদর্শনঃ বারাহীনে আহমদীয়ায় আমার সম্পর্কে খোদা তা'লার এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, হত্যা ইত্যাদির ষড়যন্ত্র হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিব। বস্তুতঃ আজ পর্যন্ত অনেক হামলা সত্বেও খোদা তা'লা দুশমনদের অনিষ্ট হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ২৩১-২৩৪)

ওপর ভাল প্রভাবও পড়েছে। তারা অকপটে এই কথা স্বীকার করেছে যে, জার্মানিতে ইসলামের বিস্তার ঘটা উচিত। এই অনুষ্ঠানেরও ভালো কভারেজ দেওয়া হয়েছে। দু'টি টেলিভিশন চ্যানেল এবং দু'টো পত্রিকার প্রতিনিধিরা এসেছেন, তাদের মাধ্যমে মসজিদের এই অনুষ্ঠান সাড়ে ষোল লক্ষ মানুষ দেখেছে প্রচার মাধ্যমের সুবাদে। ইসলামের বাণী প্রচারিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা জার্মানির জামা'তকে তৌফিক দিন, তারা যেন ভবিষ্যতে ইসলামের বাণী আরো সফল ভাবে প্রচার করতে পারে। জামা'ত যে পরিচিতি লাভ করেছে এই পরিচিতির গণ্ডি যেন আরো বিস্তৃত হয় আরো ব্যাপকতর হয়। **********

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা
ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir